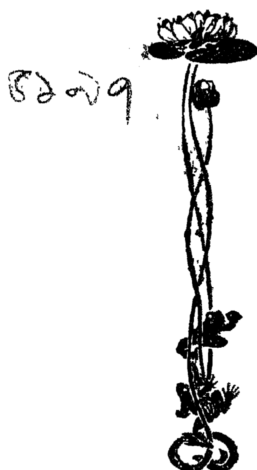
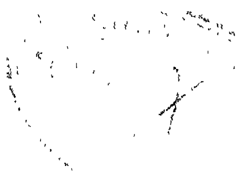


মহাভারতের গল্প।





কলিকাতা

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং,

পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক,

৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট।

১৯১৫





মহাভারতের গল্প।

পাশাখেলা এবং পাণ্ডবদিগের বনবাস।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজস্য় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং সমাপ্তিতে পাণ্ডবগণের বল বীর্য্য, ধনরত্ন এবং সম্পদ সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া কুরুপতি দুর্য্যোধনের মনে হিংসানল প্রখর হইয়া উঠিল। পাণ্ডব রাজ সভায় তিনি যে সকল অদ্ভুত কারুকার্য্য ও মণিরত্নাদি দর্শন করিয়াছেন পূর্ব্বে তিনি ইহা কখনও দেখেন নাই। সে সকল বিষয়ের অজ্ঞতা বশতঃ অনেক সময়ে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকট উপহাসাস্পদ ও হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মনে ক্রোধ, অভিমান এবং হিংসা যুগপৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাতুল করিয়া তুলিল। কি উপায়ে পাণ্ডবদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে পারে ইহাই তাঁহার এক মাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট তিনি যে সকল স্নেহ ও দয়ার পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

শকুনি, দুর্য্যোধনের উপযুক্ত মাতুল। ভাগিনেয়কে বিষণ্ণ ও চিন্তিত দেখিয়া তিনি তাঁহার ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥

পাণ্ডবের সব হ'ল পৃথিবী মণ্ডল।
শত শত নৃপতি খাটিল পদতল॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ সব দেখিয়া মম শুকাইল কায়।
সরোবর জল যেন নিদাঘে শুকায়॥

শকুনি, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং আশা পূর্ণ করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিলেন। কপট পাশা খেলায় শকুনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। যে পণ করিয়া যে কেহ খেলুক না কেন, শকুনি তাহাতে নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। সেকালে ক্ষত্রিয়গণের নিয়ম ছিল যুদ্ধ এবং দ্যুত ক্রীড়ায় কেহ আহ্বান করিলে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। শকুনি, দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিলেন যে, "অন্ধরাজকে বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত ক্রীড়ায় এখানে আহ্বান কর, তারপর যাহা করিতে হয় আমি করিব।" দুর্য্যোধন মাতুলের পরামর্শ মতে তাঁহার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনেক সময়ে বিদুরের হিত কথা শুনিতেন। ধর্ম্ম-প্রাণ বিদুরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পাশা খেলাকে অত্যন্ত অন্যায় বলিলেন। অন্ধরাজা ও পুত্রকে এই খেলা হইতে বিরত হইবার জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন,

মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলিও দ্যুত তুমি শুনহ বচন॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব॥

কিন্তু দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের কর্ণে এই হিতোপদেশ স্থান পাইল না।

তিনি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পুনঃপুনঃ পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন

... ... সমর্থ হইয়া,
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া ;
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় সেই জন ;
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন।

অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,

... ... হিংসা বড় পাপ।
হিংসুক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ॥
অহিংসক পাণ্ডবেরে না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমায় বিস্তর॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ কর্ম্মেতে গেলে ঘুষিবে সংসার॥
পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ কর পর উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন॥

কিন্তু কিছুতেই দুর্য্যোধন শান্ত হইল না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা দৈব

গতি মনে করিয়া বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। বিদুর তথায় গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন,

… … … দ্যুত অনর্থের মূল।
দ্যুতেতে অনর্থ জম্মে ভ্রষ্ট হয় কুল॥
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন "একে দ্যুত ক্রীড়ায় আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে গুরুর আদেশ, ইহা কেমনে অবহেলা করি?" এই বলিয়া দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া ভ্রাতাগণ সহ হস্তিনায় গমন করিলেন। সেদিন সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট খেলায় যুধিষ্ঠির একে একে রাজ্য ধন হস্তী, অশ্ব, সৈন্য দাস দাসী প্রভৃতি সমুদয়ই হারিলেন। যুধিষ্ঠির মহাজ্ঞানী হইলেও দ্যুত ক্রীড়ার উন্মত্ততা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। খেলায় মত্ত হইয়া চারিভ্রাতা এবং আপনাকে দাসত্ব পণ করিয়া হারিলেন; অবশেষে প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রৌপদীর দাস্য বৃত্তি পণ করিয়া তাহাতেও পরাভূত হইলেন।

যখন ব্যাপার এত দূর গড়াইল তখন কর্ণ ও দুর্য্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে সভা মধ্যে দাসত্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদের আদেশে দুষ্ট দুর্য্যোধনের ততোধিক দুষ্ট ভ্রাতা দুঃশাসন ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে চুলে ধরিয়া হস্তিনার রাজসভায় আনয়ন করিলেন। দুঃখে ক্ষোভে এবং লজ্জায় মৃত প্রায় যাজ্ঞসেনী করুণ স্বরে কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাহাতে কাহারও হৃদয় বিগলিত হইল না। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সভাস্থলে অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভীমসেন এই দারুণ অপমানে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত কড়মড়

করিতে লাগিলেন কিন্তু সত্যব্রত যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তাই অতিমাত্র মর্ম্ম পীড়িত হইয়াও এই অসহনীয় অপমান সহ্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপ দুঃসহ অপমানে অপমানিত করিয়াও দুর্য্যোধনের খল হৃদয় সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। এই দুর্ম্মতি রাজা অবশেষে আদেশ করিলেন, "পঞ্চ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর বসন ভূষণে কোন অধিকার নাই। বল পূর্ব্বক তাহা উন্মোচন করা হউক।" এই আদেশ শুনিবার মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতাগণ আপনাদের বসন ভূষণ ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীকে আরও অপমানিতা করিবার জন্য দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন ধরিয়া টানিতে লাগিল। কুরু রাজ সভা মধ্যে এবং রমণী মণ্ডলে তখন মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ভীতা, চকিতা এবং বিপন্না দ্রৌপদী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগতির গতি লজ্জা নিবারণ এবং বিপদ ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত মনে ও আকুল প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন,

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাজ
তোমা বিনা নাহি অন্য জন॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংসার করিতে দৃষ্টি
পুনঃপুঃন হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়ে সঁপিনু আমার কায়ে
অনাথার কর প্রতিকার॥
পরশে যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্দ বিনাশিলে দশস্কন্দ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল॥

যে প্রভু পর্ব্বত ধরি গোকুলে গোপের নারী
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিপদে।
বেদশাস্ত্র লোকখ্যাত পতি পুত্রগণ তাত
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে॥

দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা শুনিয়া লজ্জা নিবারণ শ্রীহরি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সতীকে রক্ষা করিবার জন্য, সত্যধর্ম্ম পালন করিবার জন্য

আকশমার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন ল'য়ে
দ্রৌপদীরে বসন যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায়॥

এই অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে সভাস্থিত সমুদয় লোক বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া দ্রৌপদীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সভার মধ্যে যাঁহারা ধীরবুদ্ধি তাঁহারা দুর্য্যোধনাদির নিন্দনীয় আচরণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেও মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। মহা-বীর ভীমসেন, দুঃশাসনের এইরূপ অতিশয় অশিষ্ট ব্যবহার দর্শনে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেও যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে কিছু করিতে পারেন না বলিয়া নীরবে সকল সহ্য করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়াবেগ এত প্রবল হইয়াছিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে

মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রোধভরে॥
সভাশুদ্ধ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে॥
সত্য করি কহি আমি সবার আগেতে।

যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কথনে॥
এইতো ভারত কুলাধম দুঃশাসনে।
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিয়া বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥

ভীমের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুঃশাসনের হৃদয় কম্পিত হইল বটে কিন্তু দুর্য্যোধন ও কর্ণের উন্মত্ততা কমিল না। তাহারা নানারূপ অশিষ্টভাষা প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে লাগিল। এই সময়ে দুর্য্যোধন উরুর বসন উন্মোচন করিলে ভীমসেন এই অশিষ্টতা ও অসম্মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গদাঘাতে তাহার উরুভঙ্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

যখন দ্রৌপদীর চক্ষুজলে হস্তিনার রাজপুরী সিক্ত হইতেছিল তখন নানাবিধ অমঙ্গল প্রকাশ পাইয়া রাজান্তঃপুরবাসীগণকে ভীত ও বিচলিত করিয়া তুলিল।

মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি, ডাকয়ে পেঁচক পাখে।
গৃহে অগ্নিহয়, শুনি শিবাচয়, প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ, হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর, প্রলয় হইল ধূমে।
বহে তপ্তবাত, সঘনে নির্ঘাত, যেন প্রলয়ের যমে॥

এইরূপ নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং গান্ধারী চিন্তাকুল হইয়া অন্ধরাজাকে বলিলেন, "তোমার দুরাচার পুত্রেরা সতী দ্রৌপদীর অত্যন্ত অপমান করিয়াছে সেইজন্য এ সকল উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্র তাঁহাকে আনিয়া সান্ত্বনা কর নচেৎ সবংশে মজিতে হইবে।" ধৃতরাষ্ট্র ইহা শুনিয়া দ্রৌপদীকে নিজপার্শ্বে আনাইয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে

সন্তুষ্ট করিলেন এবং পুত্রবধূরূপে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী প্রথম বরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব এবং পুত্রগণের দাসপুত্র খ্যাতি মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। সেই বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এবার দ্রৌপদী অন্য চারি পাণ্ডবের দাসত্ব মুক্তির প্রার্থনা করিলেন এবং অন্ধরাজা সানন্দচিত্তে তাঁহাকে সে বর প্রদান করিয়া তৃতীয় বর চাহিতে বলিলেন। দ্রৌপদী এবার বলিলেন "ক্ষত্রিয়ের দুইটীমাত্র বর প্রার্থনা বিধেয় তৃতীয়বার প্রার্থনার ত বিধি নাই আমাকে আর বর চাহিতে প্রলুব্ধ করিবেন না।"

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। এই সংবাদে দুর্য্যোধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং দুঃশাসন ও শকুনিকে সঙ্গে করিয়া সত্বর অন্ধ নৃপতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ অন্ধরাজার পুনরায় মতিচ্ছন্ন হইল এবং দুর্য্যোধনের পরামর্শ শুনিয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণকে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি অবিচলিত ভক্তি পরায়ণ পাণ্ডবগণ অনতিবিলম্বে হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ হইল। এবার পাশা খেলার পণ নির্দ্ধারিত হইল,

যে হারিবে, দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥

এবারেও শকুনির কপট পাশার প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের পরাভব হইল।

সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বিনা বাক্যব্যয়ে বসন ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী এবং চারি ভ্রাতার সহিত বনে গমন করিলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত বনে গমন করিলে অযোধ্যা নগরে যেমন হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, পাণ্ডবগণের বনগমন সংবাদে ও হস্তিনায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থে সেইরূপ হৃদয় বিদারক ও গগনভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠিল। দুর্য্যোধন ও তাহার দুষ্টমতি সহচরেরা আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সংবাদ।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বনে গমন করিলে নানাদেশের নৃপতিবৃন্দ দুঃখিত অন্তরে তাঁহাদের দর্শন কামনায় কাম্যবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে এবং প্রীতি বাক্যে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। মুনি ঋষিগণ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি সময়ে কিরূপে শাল্ব দৈত্য দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছিল এবং তৎপরে কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে কিরূপে তাহার নিধন হয় তাহাও বর্ণনা করিলেন। শাস্ত্রবিৎ মুনিগণ, শ্রীবৎস ও নল রাজা প্রভৃতির উপাখ্যান ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা পাণ্ডবগণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা যখন যে বনে বাস করিতেন তাহা এক মহাতীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইত। যে মহারাজা যুধিষ্ঠির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং শত শত নরপতি পূজিত হইয়া অমরাপতি ইন্দ্র অপেক্ষাও মহাসুখে দিন যাপন করিতেন তিনি এখন তপস্বীর বেশে ও সন্তুষ্ট চিত্তে ফলমূলাহার করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন দ্বৈতবনে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপবেশন করিয়া আক্ষেপে বলিতে লাগিলেন,

তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহন না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফল মুল ভক্ষ অরণ্যের মাঝে॥

আর দেখ তোমার এই ভ্রাতাগণ, প্রতাপে এক এক জন ইন্দ্রের সমান। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অবহেলায় শত্রু সংহার করিতে পারেন; কেবল তোমার জন্যই ইঁহারা হেটমুখে মলিন বসনে অতি দীন দরিদ্রের ন্যায় ভূমিতলে বসিয়া থাকেন; ইহা দেখিয়াও কি তোমার দুঃখ হয় না? যে ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতাপে সুরাসুর কম্পিত তাঁহাদের অসাধ্য কি কার্য্য আছে? তুমি অনুমতি করিলে তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। যে শত্রু তাহাকে ক্ষমা করা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নহে। ক্ষমা গুণ মহৎ হইলেও সকল সময়ে তাহা আশ্রয়নীয় নহে। কথিত আছে দৈত্যপতি বলি তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদকে ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,

সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত।
সদাক্ষমী না হইবে, সদা তেজবন্ত॥

শক্রর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি॥
নির্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ হইলে দণ্ড দিবে তার॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে॥

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "সংসারে ক্রোধের সমান দ্বিতীয় পাপ নাই ; কারণ

গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হইলে বলে॥
আছুক অন্যের কাজ আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্ব লোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি, অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥

অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাধন দান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্তমান॥
সে কারণে দ্রৌপদি ত্যজহ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ তার অক্রোধী যে জন॥

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রাজন্, আপনি চিরদিন ধর্ম্ম অনুরক্ত; ছায়া যেমন কায়ার অনুগামী আপনিও সেইরূপ ধর্ম্মের অনুগমন করেন। আপনি চারি ভ্রাতা ও আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন তবু ধর্ম্ম ছাড়িতে পারেন না।"

যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাস মুখে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥"

এত ধর্ম্ম কার্য্য করিয়াও তোমার এই দুর্গতি হইল, আর দুরাচার দুর্য্যোধন পৃথিবী ভোগ করিতেছে। এই কি ধর্ম্মের পরিণাম?

যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে?
রাজ্য হীন ধন হীন, বসতি কাননে!

দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন শুনিয়া ধর্ম্ম প্রাণ যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা শুনিতে নিতান্ত অন্যায় না হইলে ও প্রকৃত পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। ফলাকাঙ্খা করিয়া যে সকল ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা ধর্ম্ম কার্য্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

কর্ম্ম করি যে জনের ফলাকাঙ্খা হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফল লোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক ভিতরে॥
এইত সংসার সিন্ধু জন্মি কত তায়।
পেলে তরে সাধু জন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্খা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে যারে॥
ধর্ম্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মরে করিলে নিন্দা অধর্ম্ম আচারে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিব কেমনে?
যথা শক্তি তত আমি করিব কাননে।
অন্য পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্ম নিন্দা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা যেই জন সবার ঈশ্বর।
যাঁহার স্মজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন্ কীট তাঁরে অমান্য করিতে?

তিনি আমারে যে অবস্থায় রাখিবেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। সে অবস্থা আমি কষ্টের কারণ বলিয়া মনে করি না।"

অর্জ্জুন এবং কিরাতরূপী মহাদেব।

একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির কাননাশ্রমে ভ্রাতাগণ ও সমাগত মুনিঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদির আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে

মহামুনি ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ ও ভ্রাতাগণ তাঁহাকে যথোচিত পূজা প্রদান করিলে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পরে বলিলেন, "শত্রুর জন্য যদি তোমার মনে কোন ভয় হইয়া থাকে তবে তাহা পরিহার কর।

অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হইতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্র বলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্যবন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বসে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥

ইহা বলিয়া ব্যসদেব রাজাকে একান্তে লইয়া গিয়া "প্রতিস্মৃতি" নামক বিদ্যা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ দ্বৈত বন পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে কাম্যক বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে মহাবীর ধনঞ্জয় শিব আরাধনার জন্য কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিক হইতে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। যুধিষ্ঠির আশীর্ব্বাদ এবং শির চুম্বন করিয়া ব্যাসদেব প্রদত্ত বিদ্যা ভ্রাতাকে দান করিলেন। দ্রৌপদী অপমানের কথা স্মরণ করাইয়া তৎপ্রতিশোধের জন্য দেববর লাভে কৃতার্থতা কামনা করিয়া বিদায় দিলেন। হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া

হিমাদ্রির পরে গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীলী গিরি হয় তাহার উপর॥

বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হইল হেথা করহ আশ্রয়॥

ইহার পরে মনুষ্যের যাইবার অধিকার নাই। অর্জ্জুন তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর এক জটাধারী তপস্বীর সহিত দেখা হইল। তপস্বী বলিলেন "পর্ব্বতে তপস্যার জন্য আসিয়াছ, অস্ত্র সঙ্গে কেন? উহা পরিত্যাগ কর।" অর্জ্জুন তপস্বীর কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দেওয়াতে তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমি ইন্দ্র, বর প্রার্থনা কর।" অর্জ্জুন অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "অস্ত্র দ্বারা কি করিবে? দেবত্ব লইয়া স্বর্গ ভোগ কর।"

পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্র পদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আইলাম ভ্রাতৃগণে।
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে?

ইন্দ্র বলিলেন, "তাহাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তবে সর্ব্বাগ্রে ত্রিলোচনকে সন্তুষ্ট কর। ইন্দ্রের আদেশে ধনঞ্জয় হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষে পক্ষান্তরে।
কতদিন মাসেকেতে খান একেবারে॥
কতদিন দুই চারি মাস এক দিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ু পানে॥
এক পদাঙ্গুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়া।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া॥

পর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, চারণ, মহর্ষি প্রভৃতি ধনঞ্জয়ের সুকঠোর তপে

সন্তপ্ত হইয়া ভগবান শিবকে তাহা নিবেদন করিলেন। শিব বলিলেন, "তোমরা যে যাহার স্থানে যাও আমি বর দিয়া ধনঞ্জয়কে শান্ত করিব।"

মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তখন ॥
কিরাত গৃহিনী রূপা নগেন্দ্র নন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী ॥
জয়ন্তী নামেতে পৃষ্ঠে বহু শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥

এই সময়ে প্রকাণ্ড বরাহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ধনুকে টঙ্কার দিয়া বাণ মারিতে উদ্যত হইলে কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,

বরাহে তপস্বী তুমি না মারিহ বাণ ॥
আনিলাম দূর হইতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥

অর্জ্জুন কিন্তু সে কথা না শুনিয়া বাণ মারিলেন। এই সময়ে কিরাতবেশী মহাদেব ও তীক্ষ্ণ শর ত্যাগ করিলেন। বরাহ উভয় শরাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং তখন দুইজনে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন বলিলেন,

"বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
এই দোষে আমি তব লইব পরাণ।"
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
"কোথা হইতে কে তুমি আইলা পাপাচারী ?
এ ভুমেতে মৃগয়ার আমি অধিকারী।

মারিলাম আমি বাণ, পড়িল শূকর।
তুমি কেন মার অস্ত্র তাহার উপর?
অনুচিত কৈলা আরো চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে॥

তখন ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার বাণ নিক্ষেপ সমস্তই ব্যর্থ হইল। অর্জ্জুন যত ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ নিক্ষেপ করেন ভগবান শঙ্কর ততই উপেক্ষার হাসি হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে অর্জ্জুনের সমুদয় বাণ ফুরাইয়া গেল। শিব তখন অর্জ্জুনের হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু কাড়িয়া লইলেন। তৎপরে দুইজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পরে শিবের মুষ্টি আঘাতে অর্জ্জুন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া বলিলেন, "কিরাত, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি আমার ইষ্ট দেবের পূজা করিয়া লই।"

এত বলি শিব লিঙ্গ করিলা রচন॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গে দিলা পুষ্পমালা।
সেই মাল্যে বিভূষিত কিরাতের গলা॥

ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞান হইল; তখন

বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুস্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহারো শক্তি নয়॥

এই বলিয়া আশুতোষ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পার্থ ভবানী এবং ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিলেন এবং

তখন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর ঃ—
"জয় প্রভো, জয় শিব, জয় মহেশ্বর,
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রম প্রিয় হর ত্রিপুর নিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষ যজ্ঞ নাশ।
ঈঙ্গিতে বিজয় হৈল মৃত্যু কালপাশ ॥
নাম শিবরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা ॥
অজ্ঞানে করিনু প্রভো অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লই আমি দেবরাজ ॥

স্তবে তুষ্ট হইয়া আশুতোষ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং বহুবিধ মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অর্জ্জুন, অস্ত্রবর প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে মন্ত্রসহ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন এবং ধনঞ্জয়ও এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

ভীমের সুবর্ণ পদ্ম আনয়ন ও জটাসুর বধ।

যুধিষ্ঠিরাদি চারিভ্রাতা, দ্রৌপদী এবং মুনি ঋষিগণ একদিন উত্তর মুখে বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া এক অতি মনোরম সৌগন্ধ আনয়ন করিল। সেই সুগন্ধি আঘ্রাণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ এবং প্রীত হইলেন। যুধিষ্ঠির লোমশ মুনিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?" মুনিগণ যোগ বলে সমুদয় জ্ঞাত হইতেন। মুনি প্রবর বলিলেন,

—গন্ধমাদন পর্ব্বতে
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে।
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি ॥

দ্রৌপদী এই বিবরণ শুনিয়া ভীমসেনকে বলিলেন "আমি এই পুষ্পের দ্বারা ঈশ্বর অর্চ্চনা করিব। যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তবে আমাকে এই পুষ্পের একশত আটটী আনিয়া দাও। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" দ্রৌপদীকে ব্যাকুল দেখিয়া ভীমসেন, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইলেন এবং পদ্মানয়ন জন্য উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে এক মনোহর সরোবর এবং বিচিত্র উদ্যান দেখিলেন। ভীমের গমনে তথাকার পশুপক্ষীগণের মধ্যে মহাত্রাস উপস্থিত হইল। ভীমের হাতে কত পশুর প্রাণ নাশ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। পশুগণ সকলে ভয়ে বন ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সেই বনে মহাবীর হনুমান বাস করিতেন। হনুমানের মৃত্যু নাই; ইনি ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এখন বৃদ্ধাবস্থায় এই বনে দিন কাটাইতেন। হনুমান এক সম্পর্কে ভীমের জেষ্ঠ ভ্রাতা। কারণ উভয়ে পবনের পুত্র। কানন মধ্যে এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন, অদূরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভীম বীর আসিতেছেন। ভীমের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য হনুমান, বৃদ্ধ পীড়িত ও অতি ক্ষুদ্রকায় বানর বেশে পথে শয়ন করিলেন। দুইদিকে

কণ্টক বন ; হনুমান না উঠিলে সে পথে যাইবার উপায় নাই। ভীম বলিলেন, "বানর পথ ছাড়িয়া দাও।" হনুমান মায়া করিয়া যেন অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, আমি জ্বরে নিতান্ত কাতর, নড়িবার শক্তি নাই ; তুমি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাও।" ভীম বলিলেন,

ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেও কি কারণ॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিবরূপে নারায়ণ॥

অতএব তোমাকে আমি কেমনে লঙ্ঘন করিয়া যাইব ?

হনুমান বলিলেন "আমি যে বানর !
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ?
ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র মনে নাহি লয়॥
তুমি ধার্ম্মিক প্রবর হও সত্যবাদী।
পরম সুজন অতি দয়ার জলনিধি॥
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ বাড়িবেক ধর্ম্ম॥"

ভীম এই কথা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে বাম হস্তদ্বারা বানরকে সরাইতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে দুই হাত দিয়া যথা সাধ্য বল প্রয়োগ করিলেন কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন আপনার পরাভব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বিনয় পূর্ব্বক দুইহাত যোড় করিয়া বলিলেন,

কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মনুষ্য কিম্বা হবে নাগেশ্বর।

জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আসিলে বৃদ্ধ বানরের বেশে॥

এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং বৃদ্ধ বানরের পরিচয় চাহিলেন। ভীমের বিনয়ে প্রীত হইয়া হনুমান আত্ম প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শরীর দেখিয়া ভীম হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। হনুমান ভীমকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,

যাও গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কারো সঙ্গে দ্বন্দ নাহি করিবা সর্ব্বথা।
কূবেরের পুষ্প যেই রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবা কার্য্য তাঁহারে বিনয় পূর্ব্বক॥

হনুমানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীমসেন পুনর্ব্বার উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন এবং সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দিত মনে তাহার নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া কনক কমল দ্বারা ইষ্টপূজা করিলেন। কুবেরের রক্ষকগণ তাঁহার এই নির্ভয় ভাব দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং একজন অগ্রগামী হইয়া বলিল "এই সরোবর যক্ষরাজের; তুমি এই রূপে কমল তুলিতেছ, তোমার কি মনে ভয় নাই ?"

ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর, পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে, স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি॥

এই বলিয়া ভীম পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। রক্ষকগণ বলিল "তোমার যদি পুষ্পের আবশ্যক হয় তবে যক্ষ রাজের অনুমতি লইয়া আইস।" ভীম বলিলেন, "আমার যাইবার আবশ্যকতা নাই, তোমাদের প্রয়োজন হইলে তোমরা গিয়া বল যে পাণ্ডব সমুদয় পুষ্প লইয়া গেল।" রক্ষকগণ ভীমের এই আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহার প্রতি বাণ

বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম সরোবর হইতে উঠিয়া বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রক্ষকগণকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রক্ষকগণ প্রাণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যক্ষ রাজের নিকট গিয়া কাতরস্বরে নিবেদন করিল :—

নর একজন, বিকৃতি লক্ষণ, মারিয়া রক্ষক কুল।
করিলেক হত সরোবরে যত আছিল কমল ফুল ॥
কহেনাম মোর, বীর বৃকোদর পাণ্ডু নৃপতির সুত।
শুন মহাশয় কহিনু নিশ্চয় যক্ষকুল হৈল হত ॥

কুবের বলিলেন, দ্বন্দ্বে কার্য্য নাই। যত পুষ্প লইতে চাহে তাহাই দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর। অনুচরগণ আসিয়া বিনয় বচনে পুষ্প প্রদান করিল, ভীমসেন তাহা লইয়া সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজা-যুধিষ্ঠির ভীমের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিতান্ত চিন্তান্বিত হইয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিন ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী ভীমের অন্বেষণে উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জটাসুর নামে রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। জটাসুর, বক রাক্ষসের আত্মীয়। ভীম কর্ত্তৃক বক নিহত হইয়াছিল, সেই প্রতিহিংসার প্রতিবিধান জন্য সে সর্ব্বদা সুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত। অদ্য ভীমের অনুপস্থিতিতে সেই সুবিধা উপস্থিত হইল। সে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

সবাকে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই শোকে তাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
বাঞ্ছিত ফল আজি বিধি মিলাইল।
একারণে চারিজন একান্তে মিলিল ॥

এই বলিয়া চারিজনকে পৃষ্ঠে করিয়া ভীমের ভয়ে দ্রুতগতিতে পলায়ন

করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, দ্রৌপদী, ভয়ে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু কৃপার নিধান।
করহে কমলাকান্ত দুষ্টে পরিত্রাণ॥
তোমারে পাণ্ডব বন্ধু সর্ব্ব লোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহে উদ্ধার।
তোমাবিনা দুস্তর তরিতে নাহি আর॥

ভীমসেন দূর হইতে কৃষ্ণার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া দেখিলেন, দুরন্ত রাক্ষস পলায়ন করিতেছে। ভীম তখন এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া জটাসুরের মাথায় প্রহার করিলেন। গুরুতর আঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস যুধিষ্ঠির দিগকে ছাড়িয়া দিয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। তখন দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই সমান বীর। দুই প্রহর কাল অবিরত যুদ্ধের পরে ভীমের হস্তে জটাসুরের মৃত্যু হইল। পাণ্ডবগণ সানন্দ অন্তরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় বাস করা আর যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে সংকল্প করিলেন।

নিবাত নিপাত।

যখন বনাশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদি কষ্টে কাল কাটাইতেছিলেন সে সময়ে অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে মহা সমাদরে দেব সম্মান উপভোগ করিতেছিলেন। শিবের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া তিনি ইন্দ্রালয়ে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার সাহস ও শৌর্য্যের জন্য সকলেরই আদরণীয় হইয়া

উঠিলেন। নিবাত কবচ নামে এক দৈত্য দেবতাগণের প্রধান শত্রু ছিল। দেবতারা কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইন্দ্র জানিতেন এই দৈত্য, পার্থ ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে পরাজিত হইবেনা। এই জন্য তিনি অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিয়া অমরাবতীতে দীর্ঘকাল রাখিয়া ছিলেন। দেবতারা দৈত্য নাশে অক্ষম একথা বলিতে লজ্জা বোধ হইলেও না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। দেবরাজ এই উভর সঙ্কটে পতিত হইয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার সারথিকে বলিলেন "তুমি আমার রথে পার্থকে আরোহন করাইয়া সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ করাইবে এবং সেই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে নিবাত কবচের কথা বলিবে ; তাহা হইলেই আমার শত্রু জানিয়া অর্জ্জুন তাহাকে বধ করিবে।" ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে মাতলি অর্জ্জুনকে লইয়া স্বর্গ-ভ্রমণে বহির্গত হইল এবং সকল স্থান দর্শন করাইয়া অবশেষে দৈত্যপুরে রথ চালাইল। পার্থ, দৈত্যপুরের শোভা ও সমৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মাতলিকে বলিলেন, "ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষা শোভাময়ী এই পুরী কাহার ?"

মাতলি কহিল পার্থ কর অবধান।
'নিবাত কবচ নামে দৈত্যের প্রধান॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ॥
মহা বলবন্ত যত নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমেষে॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচী নাথে এই দৈত্য ভয়॥

তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশ॥

এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব কেন? আমার রথ এই দৈত্যপুরী মধ্যে চালাইয়া দাও।" মাতলি বলিল "তুমি একাকী, এই দৈত্যের লক্ষ লক্ষ সেনা ও সেনাপতি আছে; তুমি একা কি করিয়া সংহার করিবে? চল, আগে দেবরাজকে এই কথা জানাই এবং সৈন্য সঙ্গে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
অতি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন জন বিরোধ করিবে মম সনে?
সুরাসুর একত্রে আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমেষে নিবারিব অপ্রমাদে॥
এখনি মারিব যত অমরের অরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি॥

এই বলিয়া অর্জ্জুন মহা হুঙ্কারে দেব শঙ্খ বাজাইলেন এবং গাণ্ডীব ধনুতে গুণ দিলেন। তাঁহার সেই হুহুঙ্কার শব্দে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল এবং দৈত্যগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইল। দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া দৈত্যগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া সত্বর অর্জ্জুনকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন একাকী হইলেও মহা সাহস ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পরে দৈত্যপতির তীক্ষ্ণ বাণে অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সে মূর্চ্ছা ক্ষণকালের নিমিত্ত। ক্ষণপরেই অর্জ্জুন দ্বিগুণতেজের সহিত পুনরায় যুদ্ধ

আরম্ভ করিলেন। এবার নিবাত কবচ, অর্জ্জুনের বাণে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সারথি রথ লইয়া পলায়ন করিল। অন্যান্য দৈত্যগণ আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এক প্রহর কাল ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দৈত্যপতি পুনরায় আসিয়া বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দৈত্য বধের কোন উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মাতলি চিন্তিত ও সশঙ্কিত হইল। এমন সময়ে পাশুপত অস্ত্রের কথা তাহার মনে হইল এবং অর্জ্জুনকে বলিল,

পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গের সমান॥
এহেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমন সংযোগে তারে মিলাইল বিধি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র ছাড় নাহি কেনে?

মাতলির কথা শুনিয়া পাশুপত অস্ত্রের কথা পার্থের মনে হইল। তখন তিনি মন্ত্রপূত করিয়া সেই অস্ত্র ধনুকে সংযোগ করিলেন।

কোটি সূর্য্য জিনি হৈলা অস্ত্র তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয়।
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত ও উল্কা সদা বহে তপ্ত বাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে হৈল যেই হুতাশন বৃষ্টি।
দহন করিল তাহে অসুরের সৃষ্টি॥

অসুর কুল বিনষ্ট হইলে শূন্যবাণী হইল "হে পার্থ অস্ত্র সম্বরণ কর।

দৈত্য বিনাশ করিয়া ভালই করিয়াছ কিন্তু মনুষ্যের প্রতি কখনও এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। মন্ত্র দ্বারা শীঘ্র ইহাকে সম্বরণ করিয়া নিজ তূণে প্রবিষ্ট করাও; নচেৎ ত্রিভুবন বিনষ্ট হইবে।” ধনঞ্জয় এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের দৈত্য বিজয় সংবাদে দেবরাজ পুরন্দর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি দেবতাগণ সহ পার্থকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কিরীট কুণ্ডলাদি উপহার প্রদান করিলেন।

প্রভাস যাত্রা ও দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ।

মহাবীর অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে দৈত্য বিজয় করিয়া এবং দেবতাগণের আশীর্ব্বাদ ও উপহার স্বরূপ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে বনে পুনরাগমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিলেন। ভ্রাতাগণও অর্জ্জুনকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে ইঁহারা কাম্য বনে বাস করিতেছিলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা এই স্থানে আসিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানা প্রকার কথোপকথনের পরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম বলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়
অল্প দিনে অধর্ম্মীর অন্ত।
সত্য জেনো মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।

বিপুল বৈভব যত নিশার স্বপন মত,
অল্প দিনে হইবে নিধন ॥

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত মুনি ঋষিগণও এই বাক্যে সায় দিলেন। এইরূপে আপ্যায়িত করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিয়া নানারূপ জপ, যজ্ঞ ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত রহিলেন।

এদিকে রাজা দুর্য্যোধন, সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন রত্নের সম্ভোগে নিত্য নব নব বিলাস লালসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরাক্রমে সমস্ত নরপতিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। স্বর্গে দেবরাজ, এবং পৃথিবীতে দুর্য্যোধন উভয়ের ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধি যেন তুল্য মনে হইতে লাগিল। একদিন মহারাজ দুর্য্যোধন রাজ সভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তাঁহার মাতুল শকুনি বলিল,

উজ্জ্বল ভারত বংশ হৈল তোমা হইতে।
তুমি মহারাজা হৈলে ভুবন মাঝেতে ॥
হয় হস্তি রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল ॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান ॥
যেই পুষ্পে না হইল ঈশ্বর পর্য্যাপ্ত।
যে ধনেতে নাহি হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত ॥
যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট ॥

সে সকল বার্থ বলি পূর্ব্বাপর কয়।
এই দুঃখে দহিতেছে আমার হৃদয়॥

তোমার এত যে সম্পদ সমৃদ্ধি তাহা শত্রুরা দেখিতে পাইল না। পাণ্ডব দিগকে বনে পাঠাইয়া বড়ই ভুল হইয়াছে; তাহারা যদি নগর প্রান্তে থাকিত তবে এখন তোমার এই বিপুল বৈভব দেখিয়া মনে মনে হিংসা অনলে পুড়িয়া মরিত। এই কথা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, পাণ্ডবেরা এখন তপস্বী বেশে প্রভাস তীর্থের তীরে বাস করিতেছে এবং সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত হইয়া নানা ক্লেশ পাইতেছে। এই সময়ে

চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থ নীরে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব।
দখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥

ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় ও হইবে এবং শত্রুকেও কষ্ট দেওয়া হইবে। কিন্তু সাবধান, ভীষ্ম, দ্রোণ বা অশ্বত্থামা প্রভৃতি যেন এই গূঢ় উদ্দেশ্য না জানিতে পারে।

এই সংকল্প স্থির হইলে সাজ সজ্জার মহা ধূম পড়িয়া গেল। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ পর্য্যন্ত এই তীর্থ যাত্রায় যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নরযান, গোযান তুরঙ্গযান সাজে।
রথে রথী চলিল পদাতি পদব্রজে॥

বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা ?
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা।
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম॥

এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া যখন দুর্য্যোধন যাত্রা করিলেন, তখন বিদুর আসিয়া বলিলেন, "দেখ দুর্য্যোধন, তুমি তীর্থ যাত্রা করিতেছ এবং মহিলাগণ তীর্থ দর্শনাভিলাষে তোমার সঙ্গে যাইতেছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিনা। কিন্তু সাবধান, সেখানে গন্ধর্ব্বাদি বাস করে, কাহারও সহিত কলহ করিওনা।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমার যে সকল সেনা আছে আমি কাহারও ভয় করি না। কিন্তু কলহে আমার প্রয়োজন কি ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য ব্যতীত সকলেই দুর্য্যোধনের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল।

প্রভাস তীর্থের নিকটে চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব-পতির এক পুষ্প উদ্যান ছিল; দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বের রক্ষক আসিয়া সবিনয়ে দুর্য্যোধনকে তাহা জানাইল এবং সৈন্যগণকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিল। কর্ণ বীর এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রক্ষককে প্রহার ও অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রক্ষক গিয়া চিত্রসেনের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিল। গন্ধর্ব্বপতি ইহা শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। চিত্রসেন, রাজা দুর্য্যোধন ও কুলনারীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলেন।

ঘোর আর্ত্তনাদ করি কান্দয়ে সকল নারী
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কনাঘাত, ঘন ডাকে "জগন্নাথ,
পার কর বিপদ সাগরে॥"

দুর্য্যোধনের মহিষী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া একজন অনুচরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। দূত সেখানে গিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল ঃ—

অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ
রাজা আইল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কার্য্য খণ্ডন না যায় ধার্য্য;
বদ্ধ হৈল চিত্রসেন বাণে।

গন্ধর্ব্বের মায়া যুদ্ধে কর্ণ, শল্য প্রভৃতি বীরগণ যে যাহার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন একাকী রমণীকুলের রক্ষক ছিলেন, গন্ধর্ব্বপতি নারীবৃন্দ সহিত তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধুগণে
পাঠাইয়া দিলা তব স্থান।

রাজা দুর্য্যোধনের মহিষী বলিয়া পাঠাইয়াছেন ঃ—

আর কিবা কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে॥
তোমার কুলের নারী গন্ধর্ব্ব লইয়ে হরি
যাবৎ না যায় অতিদূর।

দেখিয়া উচিত কর্ম্ম রাখহ কুলের ধর্ম্ম
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥

যুধিষ্ঠির দূত মুখে এই সংবাদ শুনিয়া কুলের কলঙ্ক মোচন এবং ভীতা অবলার রক্ষার জন্য আকুলচিত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যাও চিত্রসেন কে বলিয়া দুর্য্যোধন ও নারীগণকে মুক্ত করিয়া আন। যদি সহজে না হয় তবে উপযুক্ত দণ্ড দিতে ক্রুটী করিবে না।" যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ শুনিয়া ভীম ও অর্জ্জুন বলিলেন "দুর্য্যোধন আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কালক্রমে যদি সেই দুরাশয়ের পাপের শাস্তি অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিব কেন?" যুধিষ্ঠির তখন বলিলেন,

কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি
সে জন পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পর পক্ষে গত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥

আর এক কথা, যদি দুর্য্যোধনকে ছাড়াইয়া না আন, তবে চিত্রসেনের মনে মহা অহঙ্কার হইবে এবং সে দেব সমাজে ও সুরপতির নিকট আপনার বলের পরিচয় এবং কুরুকুলের পরাজয়ের কথা অবশ্যই বলিবে। আমরা এখানে থাকিতে আমাদের কুলবধুগণকে গন্ধর্ব্ব লইয়া গেল, এ লজ্জায় কি প্রকারে দেবতা সমাজে মুখ দেখাইব? দেবরাজ ইন্দ্রই বা এ কথা শুনিয়া কি বলিবেন? যুধিষ্ঠিরের এই হিত কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞান হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজের পদধূলি লইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ

স্মরণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে স্বর্গপথে রথ চালাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণেই চিত্রসেনের পথ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয়॥
করহ সকলে মুক্ত নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব॥

চিত্রসেন, ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন; "একি আশ্চর্য্য! তোমাদের শত্রুকে বন্দী করিয়া তোমাদের প্রিয় কর্ম্মই করিয়াছি, তোমরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গিয়া নিজ রাজ্য ভোগ কর। আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় কেন?" অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বলিতেছ;

আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
অন্যপক্ষে কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিলা অজ্ঞান।
আমা সবা অভেদ বলিয়া তুমি জান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাঁহাকে লইতে চাহ করিয়া বন্ধন?"

এই বলিয়া পার্থ বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং চিত্রসেন তাহার নিবারণ কল্পে বাণ বর্ষণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ, গন্ধর্ব্ব মায়া তাঁহার নিকট বলবতী হইতে পারিল না। যে বাণে চিত্রসেন, দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেই বাণ দ্বারা অর্জ্জুন,

বান্ধিয়া গন্ধর্ব্ব গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত॥

দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্ব পতি করিলেন রণ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন॥

এবং গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। দুর্য্যোধন, লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া নারীগণের সহিত হস্তিনায় গমন করিলেন।

দুর্ব্বাসার পারণ।

অর্জ্জুন কর্তৃক গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের জীবন বিষময় হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা জীবন লাভ মৃত্যু হইতেও অধিক মর্ম্মপীড়াদায়ক। দুর্য্যোধন এখন এই মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দুগ্ধপান দ্বারা ভুজঙ্গের বিষ প্রশমিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের সৎ ব্যবহারের দ্বারা দুর্য্যোধনের দুরাশয় ও দুর্ম্মতির হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ও মহৎ উপকার লাভ করিয়া কোথায় তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হইবে, তাহা না হইয়া দুর্য্যোধনের মনে হিংসা অনল দ্বিগুণ ভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত দুর্য্যোধন মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে পাণ্ডব দিগকে বিনাশ করা যাইতে পারে। তাঁহার দুষ্ট অনুচরেরা প্রবোধ বাক্যে বলিল,

কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবেরে ভয়?
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয়॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহতে নিস্তার পেয়ে তারা যদি বাঁচে॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে, চিন্তহ এত সবে?

এইরূপ কথোপকথনের কয়েকদিন পরে একদিন দশ সহস্র শিষ্য সহ মহামুনি দুর্ব্বাসা হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন, পাত্র মিত্র এবং ভ্রাতা গণ সহ অগ্রসর হইয়া মুনিবরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া নানাবিধ স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের ভক্তি ও সমাদরে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যশাসননীতি বিষয়ক নানাবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। কৌরব সভার সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া দুর্ব্বাসা মুনি হৃষ্ট মনে হস্তিনায় কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতিকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,

"এককথা বিচার করিনু মনে মনে,
পঞ্চ ভাই নিবাস করয় কাম্যবনে।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তথা ভুঞ্জে লক্ষ জনে॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণে যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায়॥

কিন্তু দ্রুপদ দুহিতার ভোজনের পরে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা তাহাকে আহার করাইতে পারে না। কৃষ্ণা, রাত্রি দশদণ্ডের সময় আহার করিয়া থাকে। মুনিবর দুর্ব্বাসাকে তাঁহার শিষ্যগণ সহ যদি রাত্রি দশদণ্ডের পরে সেখানে প্রেরণ করা যায় তবে পাণ্ডবেরা সেবা করিতে সক্ষম হইবে না এবং মুনিও ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিবেন। এইরূপে পাণ্ডব বংশ বিনষ্ট হইবে।"

দুর্য্যোধনের এই দুষ্ট কল্পনার কথা শুনিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধাও উপস্থিত হইল। কিছুদিন হস্তিনায় বাস করিয়া একদিন মহামুনি দুর্ব্বাসা, দুর্য্যোধনকে ডাকিয়া বলিলেন,

শুনরাজা ভুবন ভরিল তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথা স্থান॥

মুনির বচন শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন বিনয় নম্র সুমধুর বচনে কহিলেন,

ধন, ধর্ম্ম, ধরা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য, রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক মতি চরণে তোমার॥

ইহা বলিয়া সরলতার ভান করিয়া ধূর্ত্ততাসুলভ কৌশলের সহিত আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। "লোকে বলে পাণ্ডুর নন্দনেরা অতিশয় ধার্ম্মিক, দেব দ্বিজে সর্ব্বদা ভক্তিমান;" এই কথাটী পরীক্ষার জন্য

যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যত শিষ্য সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদণ্ড নিশি।
হেনকালে অতিথি হইবে মহাঋষি॥

প্রাতঃকালে নানারূপ দ্রব্য সম্ভার উপস্থিত হয় এবং কৃষ্ণা রন্ধন করেন, সে সময়ে লক্ষ লোক উপস্থিত হইলেও পাণ্ডবেরা আহার দান করিতে অক্ষম নহে। সুতরাং সে সময়ে উপস্থিত হইলে ভক্তি বা অভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভক্তি পরীক্ষার জন্য দশদণ্ড রাত্রির পরে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। সেই সময়ে যদি মধ্যাহ্নকালের ন্যায় ভক্তি সহ সমাদরে ভোজন করাইতে পারে তবেই তাহাকে প্রকৃত ভক্তি বলা যাইতে পারে। এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও উপযুক্ত মনে হয় না।

এই কথা শুনিয়া দুর্ব্বাসা বলিলেন,

কোন্ ভার দিলা রাজা এই কোন্ কথা?
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা।
জানিব সত্যের ভার রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয়, করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয়, তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্র গতি বিদায় করহ মহারাজ॥

হস্তিনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মহামুনি দুর্ব্বাসা প্রভাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা মহা সমাদরে এবং ভক্তিভরে মুনির অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া দুর্ব্বাসার সন্তোষ

সম্পাদন করিলেন। মুনি এবং শিষ্যগণ আসন গ্রহণ করিলে, যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,

কোন্ দেশ হইতে আজি হৈল আগমন
কোন দেশ করিলেন মঙ্গল ভাজন ?
তীর্থ অনুসারে কিবা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয় ॥

মুনি উত্তর করিলেন, "হস্তিনাপুরে গিয়াছিলাম, দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা আমার অনেক সেবা করিল। সেইখানে থাকিয়াই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল।

এই হেতু হেথায় করিনু আগমন।
যেমত পাণ্ডব, কুরু আমার তেমন ॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন,
পথ শ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্বজন ॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ দ্রুতগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥"

দুর্ব্বাসা মুনি এই কথা বলিয়া প্রভাসের তীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিতে শিষ্যগণ সহ গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। তিনি কৃষ্ণাকে ডাকিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণার প্রাণে দারুণ চিন্তার উদয় হইল এবং তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। দুর্ব্বাসা মুনি অত্যন্ত ক্রোধ পরায়ণ ; তাঁহার শাপে পাণ্ডব বংশ অদ্য নির্ব্বংশ হইবে, এই আশঙ্কায় পঞ্চভ্রাতা এবং দ্রৌপদী নিতান্ত আকুল হইয়া কাতর কণ্ঠে বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকা নগরে রুক্মিণীর গৃহে ছিলেন। ভক্তের

কাতর আহ্বানে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাণ্ডবেরা বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গরুড়ে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা আশ্বস্ত হইলেন এবং আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন ইহা বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলেন।

কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণার পূরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ॥
সাধক বৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীন বন্ধু নাম তব জানিলাম আমি॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীন জ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে, আগে আমাকে কিছু খাইতে দাও। ক্ষুধায় আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র আমাকে কিঞ্চিৎ আহার দাও।" কৃষ্ণা বলিলেন, "এ আবার তোমার কোন ছল? যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়াছি তুমি নিজেই সেই বিপদে ফেলিতেছ? দশ দণ্ড নিশি অতীত হইবার পর আমি সকলের আহারান্তে আহার করিয়াছি, এখন পাত্রে কিছুই নাই। তোমাকে কোথা হইতে কি খাইতে দিব?"

শ্রীকৃষ্ণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ অন্ন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আলস্য ত্যাগ করিয়া পাকশালায় যাও, অবশ্য কিছু না কিছু পাত্রে আছে, তাহাতেই আহার হইবে।" দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইবার জন্য পাকপাত্র

আনিয়া কহিলা দেবী "দেখ জগন্নাথ।"
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত॥
পাত্রের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল॥
ইহা বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন॥

এদিকে প্রভাসের তীরে দুর্ব্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যগণ সন্ধ্যা বন্দনা সমাপ্ত করিতে না করিতে তাঁহাদের ক্ষুধা বিদূরিত হইয়া গেল এবং সকলেরই যেন ধূমোদ্গার উঠিতে লাগিল। আহারের ইচ্ছা কাহারও রহিল না। দুর্ব্বাসা মুনি তখন শিষ্যগণকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির আমাদের আহারের জন্য আয়োজন করিয়াছে। সেখানে গিয়া কেহই যখন আহার করিতে সমর্থ হইব না, তখন গিয়া লাভ কি ? কেবল লজ্জা পাওয়া মাত্র।" শিষ্যগণ বলিলেন, "অদ্য এখানেই বাস করা ভাল, কল্য প্রাতে গিয়া যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিব।" এই পরামর্শ সুস্থির করিয়া মুনিগণ সে রাত্রি প্রভাস তীর্থেই যাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "মুনির জন্য কোনও চিন্তা নাই। তিনি আগামী কল্য প্রাতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণকে দ্রৌপদী নানাবিধ সুখাদ্য দ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া দিলেন। মুনিগণ

যথেচ্ছা আহার করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহামুনি দুর্ব্বাসা সানন্দ চিত্তে পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদী হরণের বৃথা চেষ্টা।

পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট সাধন বা প্রাণ বিনাশের জন্য দুর্য্যোধনের হিংসা চেষ্টা যতই বিফল হইতে লাগিল ততই নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া কুরুপতি আপনার দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হইল না জানিয়া দুর্য্যোধন পুনরায় কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এবার মন্ত্রণা করিলেন, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিবে এবং গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিবে। তাহা হইলেই তাঁহার শোকে ও বিরহে পাণ্ডবদিগের প্রাণবিয়োগ হইবে। দুর্য্যোধনের এই সংকল্পের কথা শুনিয়া বিজ্ঞ মন্ত্রীগণ রাজার বুদ্ধির প্রশংসা শতমুখে করিতে লাগিল। জয়দ্রথের প্রতি আদেশ হইল,

সাবধান হইয়া রহিবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী॥

জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের আদেশ শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "আপনার আদেশে আমি কাম্য বনে যাইব বটে কিন্তু যাজ্ঞসেনীকে নিরাপদে হরণ করিয়া আনা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

দ্বিতীয় শমন তুল্য একেক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব॥
বিশেষ আপনি মনে কর অবধান।
একা পার্থ গন্ধর্ব্ব সমরে কৈল ত্রাণ॥

বিশেষ দ্রুপদ সুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাঁহার॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা?”

দুর্য্যোধন বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা সব জানি। যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী হরণ করিবে, কি পাণ্ডবদিগকে জানাইয়া আনিবে, সে কথা তো বলা হইতেছে না।

অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে।
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে॥
সন্নিকটে সতত থাকিবা সাবধানে।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে॥
স্নান দানে সকলে যাইবে চারি ভিত।
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত॥
হরিয়া দ্রুপদ-সুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূর দেশে॥”

দুর্য্যোধন, জয়দ্রথকে এইরূপে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইলেন এবং সুন্দর রথ সুসজ্জিত করাইয়া কাম্য বনে প্রেরণ করিলেন। জয়দ্রথ মনে মনে নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেও দুর্য্যোধনের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রথে আরোহণ করিয়া কাম্য বনে গমন করিলেন এবং পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। একদিন আশ্রমে পাণ্ডবেরা কেহ ছিলেন না, দ্রৌপদী একাকী রন্ধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে রথে চড়িয়া জয়দ্রথ গিয়া কুটীরের দ্বারে উপনীত হইলেন। আশ্রমে কেহ ছিলনা; কুটুম্বকে দেখিয়া নিজেই বহির্গত হইলেন।

শূন্যালয়, মন্দিরে না ছিল কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥
পদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল॥
কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন দেশে?
এ বনে আইলে কোন্ প্রয়োজন বশে?

জয়দ্রথ বলিলেন, "বহুদিন দেখিনাই, তাই ধর্ম্মরাজের সহিত দেখা করিতে আসিলাম। তিনি কোথায় গিয়াছেন? ভীম ও অর্জ্জুন কোথায় নকুল, সহদেব এবং ব্রাহ্মণগণই বা কোথায় গিয়াছেন?" জয়দ্রথ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে এসকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণা তাহা বুঝিলেন না। তিনি সরল মনে উত্তর দিলেনঃ—

... ... স্নানে গেল ব্রাহ্মণ সমাজ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ॥
ভীমার্জ্জুন বনে গেল মৃগয়া কারণে।
মূহুর্ত্তেকে এখন আসিবে সর্ব্বজনে॥

এইকথা শুনিয়া চঞ্চল চিত্তে জয়দ্রথ চারিদিক চৌরের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইলেন এবং দ্রুত-গতিতে রথ চালাইয়া দিলেন। যাজ্ঞসেনী এ অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক বিপদে নিতান্ত ভীতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া জয়দ্রথকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। জয়দ্রথ কোন কথার উত্তর না দিয়া নক্ষত্রবেগে রথ ছুটাইতে আরম্ভ করিল। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে যুধিষ্ঠিরাদি তিন ভ্রাতা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শূন্য আশ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দূরে দ্রৌপদীর ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া "ভয়নাই ভয়নাই" বলিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে

তিন ভ্রাতা ধাবমান হইলেন। ব্যস্ততা বশতঃ তাঁহারা পথ দেখিতে পাইলেন না কিন্তু জয়দ্রথ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বায়ুবেগে রথ চালাইতে লাগিল।

এমন সময়ে ভীম ও অর্জ্জুন মৃগয়া করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, তাঁহাদের কর্ণে দ্রৌপদীর ক্রন্দন শব্দ প্রবেশ করিল। তাঁহারা শব্দ শুনিয়া বায়ুবেগে ছুটিলেন।

হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথ বর আইল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্ট মতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভুমি তলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥

ভীমও রথ হইতে লম্ফ দিয়া মাটীতে পড়িলেন এবং মূহুর্ত্ত মধ্যে জয়দ্রথের চুলে ধরিলেন। সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ক্ষুদ্র পশুকে ধরে, খগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র সর্প-শিশুকে ধরে, ভীমও জয়দ্রথকে সেইরূপে ধরিয়া

কহিলা কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
"স্থির হও যাজ্ঞসেনি ত্যজ দুঃখ মন॥
যেমত তোমারে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥



ভীম রথ হইতে লম্ফ দিয়া মাটীতে পড়িলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে জয়দ্রথের চুলে ধরিলেন। (পৃঃ—৪৪)

তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥

ভীমসেনও জয়দ্রথকে ধরিয়া যথাসাধ্য উত্তম মধ্যম প্রদান করিলেন। কেশাকর্ষণ, পদাঘাত, চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারায় জয়দ্রথকে প্রায় মৃতপ্রায় করিয়া তুলিলেন। জয়দ্রথ

মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।

এবং ভীমকে বলিলেন "দুষ্টের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহাকে প্রাণে মারিলে ভগিনী বিধবা হইবে, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী অনাথ হইবে এবং জ্যেষ্ঠতাত প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইবেন। অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিলেন ; যুধিষ্ঠির ও তাহাকে যথেষ্ট ভৎসনা করিয়া বিদায় দিলেন। দুঃখে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় জয়দ্রথ অবনত মস্তকে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহিত আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম পরীক্ষা।

বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া ভীমকে জল আনয়ন করিতে বলিলেন। ভীম, ভ্রাতার আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র জল অন্বেষণে বহির্গত হইলেন কিন্তু নিকটে কোন স্থানে জল পাইলেন না। জল অন্বেষণে ক্রমে দূর বনে গমন করিতে লাগিলেন ; অবশেষে বহু দূরে এক সুন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হইল।

এই মায়া সরোবর ধর্ম্মের ছলনা মাত্র। তিনি যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এই সরোবর সৃষ্টি করিয়া সেখানে বক রূপে উপবিষ্ট রহিলেন। ভীম সরোবর দেখিয়া যখন আনন্দিত মনে জল পান করিতে কুলে গমন করিলেন তখন বকরূপী ধর্ম্ম তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে?
কোনজন সুখী হয় এই চরাচরে?
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্নচারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীম একে তৃষ্ণায় আকুল, তাহার পরে আত্মবল-দৃপ্ত। তিনি ধর্ম্ম-রাজের একথায় কর্ণপাত না করিয়া যেমন মায়াজল স্পর্শ করিলেন অমনি মৃতবৎ সেইস্থানে পতিত হইলেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের অনুপস্থিতিতে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ধনঞ্জয়কে বলিলেন "ভীম হয়তো কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। শীঘ্র তাহার অন্বেষণে যাও এবং জল আনয়ন কর।" জেষ্ঠভ্রাতার চরণে প্রণাম করিয়া পার্থ যাত্রা করিলেন।

ঘোরবনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয় অন্তর॥
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুজরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে॥
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান॥
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান বারিপান তরে॥

হেন কালে বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারিপান।
পরশ করিবা মাত্র যাবে যম স্থান॥

মহাবীর ধনঞ্জয় সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া জলপান করিতে গেলেন। বৃকোদরের মৃত দেহ জলে ভাসিতেছে দেখিয়া, তাঁহার জ্ঞান হইল না। তিনি মৃতভ্রাতার জন্য শোক করিলেন বটে কিন্তু বিধাতার নিয়মিত পথে আকৃষ্ট হইয়া জলস্পর্শ করিয়া ভ্রাতার সহগামী হইলেন।

ভীম ও পার্থের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রাণ, আশঙ্কায় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অপরদিকে দারুণ তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইল। নকুলের প্রতি আদেশ করিলেন,

করি অন্বেষণ, গহন কানন, জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে যায় শুন ভাই মহামতি॥

ভ্রাতার আজ্ঞাপালনে নকুল বীর বহির্গত হইলেন। ভীম ও অর্জ্জুনের যে দশা হইয়াছিল নকুলের ও তাহাই হইল। তৎপরে সহদেব এবং অবশেষে দ্রৌপদী, রাজা যুধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়া ধর্ম্মের ছলনায় আপনাদের মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অবশেষে কাহাকেও প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভ্রাতাগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবরের নিকট গিয়া দেখিলেন,

... ... ভাসিতেছে নীরে ভীম মহামতি॥
তারপাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীসুত ভাসে দোঁহে পবন হিল্লোলে॥

দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপর।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমর॥
দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে রোদন করেন নৃপমণি॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হইলেন অস্থির॥
পুনঃপুনঃ কাঁদিয়া পড়েন ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
এইরূপে ভূপতি কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়?
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥

ভ্রাতাগণের এবং দ্রৌপদীর গুণ স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির নানাপ্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে মৃত্যুই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য মায়া সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে বকরূপী ধর্ম্ম ডাকিয়া বলিলেন,

... ... তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥
বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে?
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেইজন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥

তোমার মহিমা শুনি দেব ঋষি মুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিন লোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক কখন॥

ধর্ম্মের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে পিতার মৃত্যু হইতে আপনার সমুদয় দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন,

"আমিতো শরীর মাত্র পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে॥

তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে নিবারণ কর কেন?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তিনি মায়া সরোবরের দিকে চলিলেন; এবং ধর্ম্মরাজ পুনরায় বলিলেন,

"অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম?
পিতামাতা ভাই বন্ধু কেহ কারও নয়।

তোমার ভ্রাতারা কাল প্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; তুমি কেন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে চাও? তুমি ধার্ম্মিক, আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর করিয়া বারিপান কর।" এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্ব কথিত চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে?
কোনজন সুখী হয় এই চরাচরে?

যুধিষ্ঠির ক্রমে চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন :—

(১)

ঘটন কারণ হৈল মাস, ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কালকর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥

(২)

প্রতিদিন জীব সব যায় যম ঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা সদা মনে করে,
আপনারা চিরজীবী না হইবে ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ?

(৩)

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা কথা কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ ?
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন।

(৪)

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি পরাহ্ন কালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সেজন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥

প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া ধর্ম্ম আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমার একজন ভ্রাতাকে আমি জীবন দান করিতে পারি ; তুমি

কাহাকে চাও?" যুধিষ্ঠির বলিলেন "যদি একজনের প্রাণ দিবে, তবে সহদেবকে বাঁচাইয়া দাও।" ধর্ম্ম বলিলেন, "সহদেব, বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ভ্রাতা ভীম কিম্বা অর্জ্জুন বাঁচিলে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে তোমার উপকার হইবে কিম্বা প্রিয়তমা ভার্য্যা গুণবতী দ্রৌপদীর জীবন ভিক্ষা কর; সহদেবের জীবন চাহিতেছ কেন?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সহদেব সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং স্নেহের পাত্র। বিশেষতঃ আমার দ্বারা আমার মাতামহগণ পিণ্ডোদক পাইবে, নকুল কিম্বা সহদেবের মাতামহগণের পিণ্ড পাইবার কি হইবে? অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহদেবকে জীবিত করুন।" যুধিষ্ঠিরের এই কথায় ধর্ম্মরাজ পরম প্রীত হইয়া সকলকেই সঞ্জীবিত করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিরাটের গোধন চুরি।

পাণ্ডবগণ নানারূপ দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া বহু ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বনবাস কাল অতীত করিলেন। যখন অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত হইল তখন তাঁহাদের চিন্তা হইল কিরূপে এই সঙ্কট কাল অতিবাহিত করিবেন। পঞ্চভ্রাত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মৎস্যদেশে বিরাট রাজার রাজধানীতে এই সময় উত্তীর্ণ করাই সঙ্গত; কারণ বিরাট রাজা ধাম্মিক এবং ন্যায় পরায়ণ। যুধিষ্ঠির, কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া বিরাট রাজার সভাসদ হইলেন, রাজা তাঁহার সহিত অক্ষক্রীড়া এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ভীম, বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া প্রধান সূপকারের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি একজন প্রধান মল্ল বলিয়া বিদিত হইলেন, অর্জ্জুন ক্লীব বেশে বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া রাজকুমারীগণকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা দিবার ভার লইলেন। নকুল,

অশ্বপালক এবং সহদেব গোরক্ষক রূপে রাজপুরে আশ্রয় লইলেন। এইরূপে

মৎস্য দেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সূর্য্যের কিরণে॥
অগ্নি যেন থাকয়ে ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি॥

দ্রৌপদী, সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাণী তাঁহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। এমন অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে অন্তঃপুরে রাখিতে তিনি প্রথমে অসম্মতা হইলেন কিন্তু দ্রৌপদী যখন বলিলেন

না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না যাইব কদাচন॥

তখন রাণী তাঁহাকে রাখিতে স্বীকৃতা হইলেন। এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী বিরাট ভবনে ছদ্মবেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুণে ও শীলতায় রাজপুরের সকলেই তাঁহাদের বশীভূত হইয়া উঠিলেন।

বিরাট রাজার অনেক গাভী ছিল। সেই সকল পয়স্বিনীর প্রতি তখনকার অনেক রাজারই দৃষ্টি পতিত হইত। রাজার শ্যালক কীচক এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল। তাঁহাদের ভয়ে অন্য কোন নরপতি এই সকল গাভীর জন্য লোলুপ হইলেও বলপূর্ব্বক লইতে সাহসী হইত না। কোনও অন্যায় কার্য্য করিবার চেষ্টা করাতে ভীমের হস্তে কীচকের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মা বিরাট রাজার গোধন লইবার জন্য সসৈন্যে মৎস্য দেশে আগমন

করিল এবং যুদ্ধে বিরাট রাজাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গোধন এবং বিরাটপতিকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। যুধিষ্ঠির এই বিপদপাত দেখিয়া ভীমকে বলিলেন,

বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাতে গৃহেতে দিল স্থিতি॥
যার যে কামনা মত পাইলাম স্থান।
তাঁহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান॥
দাঁড়াইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্র ধর্ম্ম।
অনুগত রক্ষণ বিশেষ মম কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাট রাজারে বিমোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥

ভীম, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। আজ্ঞা পাইয়া অনতিবিলম্বে যাত্রা করিলেন। ত্রিগর্ত্তের সৈন্যগণ তখন কৃষ্ণা নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে ছিল এবং বিরাট রাজাকে বধ করিবার পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময়ে মহাবীর ভীমসেন, ভীম পরাক্রমের ন্যায় গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকৃতি এবং বিক্রম দর্শনেই ত্রিগর্ত্তের সৈন্যেরা পলায়ন করিল, ভীমসেন তখন বিরাট ও ত্রিগর্ত্ত দুইজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া নিজ রথে উঠাইলেন, উভয়েই ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীম আসিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। বিরাট রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার সভাসদ কঙ্ককে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে গন্ধর্ব্ব কোথায়?" যুধিষ্ঠির বলিলেন,

... ... ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি॥

সে কারণে শক্র তব আনিলেন ধরি।
শক্র হইতে তোমায় দিলেন মুক্ত করি॥

ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মাকে বলিলেন,

হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়?
কীচক মরেছে বলি পাইলে ভরসা!
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা?
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্য ফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে॥

যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার বিরাট রাজাকে বলিলেন, "ত্রিগর্ত্ত রাজার দোষ ক্ষমা করিয়া ইহাঁকে নিজ রাজ্যে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন।" বিরাট বলিলেন, "তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হউক।" এই বলিয়া মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং ত্রিগর্ত্তও প্রাণ লইয়া শীঘ্রগতি প্রস্থান করিলেন।

উত্তর গোগৃহে কৌরবের পরাজয়।

ত্রিগর্ত্ত রাজা যখন ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া মনদুঃখে ও নিরুৎসাহ প্রাণে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সেই সময়ে মহারাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহাবীরগণ সহ সসৈন্যে উত্তর গোগৃহে

বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি, মারি, লইলেক গাভীগণ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া॥

গোপগণ, রথে আরোহণ করিয়া রাজ ভবনে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। বিরাট রাজা সমস্ত সৈন্য সহ ত্রিগর্ত্তের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তখনও রাজা কিম্বা সৈন্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। রাজকুমার উত্তর, পুরীরক্ষার জন্য ছিলেন। গোপগণ তাঁহাকেই বলিল,

"অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া॥

তুমি নানা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ জানিয়া তোমার পিতা তোমাকে দেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করিওনা। দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্র যেমন সুরপুর রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও কুরুগণকে জয় করিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা কর।"

রমণীগণের মধ্যে অন্তঃপুরে যখন গোপগণ এই কথা বলিল, তখন বিরাট তনয় সদর্পে উত্তর করিলেন, "পিতা আমাকে রাজ্য রক্ষার জন্য রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু কি লইয়া যুদ্ধ করিব? একজন সারথি বা পদাতি নাই।

মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি॥
মত্ত গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী।
দৈত্যগণ দলে যেন একা বজ্রধারী॥
সেই মত মারিয়া কৌরব সৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন॥

পার্থ একাকী যেমন সর্ব্ব দেবগণকে পরাজয় করিয়া খাণ্ডব দাহন

করিয়াছিলেন, আমি একাকীই সেইরূপ সমুদয় কুরুসৈন্য ও কুরুবীরগণকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু কি করিব, সারথি নাই।"

সৈরিন্ধ্রীবেশা দ্রৌপদী এই কথা শুনিয়া অনতিবিলম্বে পার্থকে গিয়া এই সমাচার জানাইলেন এবং সারথি বেশে বিরাট রাজার গাভী রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমারী উত্তরা গিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তরকে বলিলেন,

"শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে আমায় সে পাঠায়ে ত্বরিত ॥
নর্ত্তক যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিলা অনলে।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেইকালে ॥

যদি তাহাকে সারথি করিয়া তুমি যুদ্ধ করিতে চাও তবে তাহাকে আমি আনিতে পারি।" বিরাট কুমার তাঁহার ভগ্নীকে বলিলেন, "তুমি বৃহন্নলাকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" উত্তরা বৃহন্নলার নিকট গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন এবং ভ্রাতার সারথি হইতে অনুরোধ করিলেন। বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন উত্তরার অনুরোধে উত্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সারথি হইতে পারি কিন্তু একটা কথা শুনিতে হইবে।

পূর্ব্বাপর আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা ইচ্ছা শক্র যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহড়ি না আইসে মম রথ।
সর্ব্বকালে প্রতিজ্ঞা আমার এই মত ॥

যদি এই প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি তোমার সারথি হইব।" উত্তর এই কথায় সম্মত হইলেন এবং অর্জ্জুন স্বহস্তে রথ সজ্জা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয় মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল॥
বৃহন্নলা চাহিয়া বলয় ততক্ষণ।
পুত্তলী খেলার মোরা যত কন্যাগণ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হইতে আনিবে বসন॥

পার্থ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার ভ্রাতা যদি সংগ্রামে জয় লাভ করে তবে তোমার বাঞ্ছিত বসনাদি অবশ্যই আনিব।" এই বলিয়া ধনঞ্জয় রথ চালনা করিলেন। চক্ষুর নিমেষে রথ আকাশে উঠিল এবং কুরু সৈন্যের নিকট উপস্থিত হইল। সৈন্য বাহিনী দেখিয়া এবং তাহার কোলাহল শুনিয়া উত্তর মনে করিল যে রথ সমুদ্র মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। ভীত ও চকিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিল

সমুদ্রের মধ্যেতে আসিলে কি কারণ ?
পর্ব্বত সমান উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকা বৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত্ত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥

উত্তরের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন,

সমুদ্র প্রমাণ বটে জলনিধি প্রায়,
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥

নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল ॥
না হয় লহরী, রথ পতাকা সকল ॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ গাই সিন্ধু প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥

উত্তর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সমুদ্র না হইয়া ইহা যদি সৈন্য বাহিনী হয় তবে কে ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? আমি ভাবিয়াছিলাম জনকয়েক অল্পসংখ্যক সৈন্য; এখন দেখি এ ভীষণ ব্যাপার! যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, সৈন্য দেখিয়াই আমার প্রাণ শরীর ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে। গোরুর জন্য কি নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব? তুমি শীঘ্র রথ ফিরাও।" অর্জ্জুন সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি রথ চালাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন "এই যদি তোমার বীরত্ব তবে সে সময়ে স্ত্রীগণের নিকট এত বীরপণা করিলে কেন? যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এখন কোন্ মুখে ফিরিবে? নারীগণ তোমাকে উপহাস করিবে। তখন কি লজ্জা হইবে না? যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেজন্য এত ভয় কর কেন?" রাজকুমার উত্তর বলিলেন,

জীবন থাকিলে সর্ব্ব পাব পুনর্ব্বার।
গাভীগণ লউক সব হাসুক সংসার ॥
নারীগণ হাসুক, হাসুক বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥

এই বলিয়া উত্তর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে নিজ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্জ্জুনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তর তাহা শুনিলেন না। অর্জ্জুন অবশেষে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র কাঁদিয়া অর্জ্জুনের

পায়ে পড়িলেন এবং ছাড়িয়া দিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। ছাড়িয়া দিলে, বৃহন্নলাকে বহু ধনরত্ন পুরস্কার দিবেন তাহাও বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই অর্জ্জুন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজকুমারকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া বলিলেন "তুমি যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে তুমি যুদ্ধ করিও না। রথে সারথি হইয়া থাক এবং দেখ আমি একাই এই সৈন্যসমুদ্র মন্থন করিব এবং তোমার গোধন ছাড়াইয়া লইব।"

অতঃপর, উত্তরকে রথে আরোহণ করাইয়া অর্জ্জুন রথ চালাইয়া এক শমীবৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাত বাসের নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহনের জন্য বিরাটভবনে গমন করেন তখন আপনাদের অস্ত্রাদি একত্র করিয়া বান্ধিয়া এই বৃক্ষে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং তখন রাষ্ট্র করিয়াছিলেন যে ইহা শবদেহ। এইজন্য ভয়ে কেহ সে বৃক্ষতলে যাইত না। বৃক্ষতলে গিয়া অর্জ্জুন উত্তরকে বৃক্ষ হইতে গাণ্ডীব ধনু নামাইতে বলিলেন। উত্তর ভয়ে প্রথমতঃ গাছে উঠিতে অস্বীকার করিলেন; পরে অর্জ্জুন আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে উত্তরের সাহস হইল। ধনুর্ব্বাণ নামাইয়া কুরু সৈন্যাভিমুখে উভয়ে গমন করিলেন। একক্রোশ অন্তরে থাকিয়া অর্জ্জুন চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,

চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ?
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥

এই বলিয়া বামদিকে রথ রাখিতে বলিলেন এবং বাণদ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। বাণদ্বারা সৈন্য বিনাশ করিয়া গাভী-গণের পথ করিয়া দিলেন; গাভীগণ উচ্চপুচ্ছ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। গাভীগণকে মুক্ত করিয়া ধনঞ্জয় ক্ষিপ্রহস্তে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণদ্বারা

কুরু সৈন্যগণকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিলেন। সৈন্যগণ অনেকে অর্জ্জুনকে দেখিয়াই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। তখন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বুঝিয়া সকলেই দুর্য্যোধনকে রক্ষার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। মহারথী অর্জ্জুন ক্রমে কৃপাচার্য্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণকে একে একে পরাস্ত করিয়া অবশেষে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। দুর্য্যোধনও পার্থের বিক্রম সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন কিন্তু অগণিত কুরু সৈন্য রণে ক্ষান্ত হইল না। অর্জ্জুন একাকী লক্ষ লক্ষ সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অর্জ্জুনের মনে এক চিন্তা উপনীত হইল।

পরকার্য্যে জ্ঞাতি বধ করিনু বহুত।
কি জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্ম সুত॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল॥
তবে ইন্দ্রদত্ত বাণ হইল স্মরণ।
সাম্মোহন নামে বাণ মোহে রিপুগণ॥
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান॥
রথে রথী পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার॥
সব সৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ॥

তখন উত্তরকে বলিলেন "তোমার ভগ্নী পুতুলের কাপড় চাহিয়াছিল, এখন যত ইচ্ছা বসন লইয়া চল; কেবল ভীষ্ম ও দ্রোণের বসন লইও

না।” অর্জ্জুনের আদেশে বিরাট-নন্দন, রথ হইতে অবতরণ করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির বসনাদি লইয়া আনন্দিত চিত্তে রথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিলেন। যুদ্ধ শেষ করিয়া অর্জ্জুন চলিয়া যাইবার সময়ে দূর হইতে দেখিলেন, কৌরব রথীগণ চৈতন্য লাভ করিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিপাত করিয়া লজ্জায় অবনত মুখ হইলেন। এই সময়ে পার্থ পুনর্ব্বার বাণদ্বারা গুরু দ্রোণের পদে প্রণাম জানাইলেন এবং এক বাণে দুর্য্যোধনের মস্তকের মুকুট কাটিয়া ভূপতিত করিলেন। দুর্য্যোধন ভয়ে সকলের মধ্যে গিয়া লুকাইলেন কিন্তু দ্রোণাচার্য্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আর ভয় নাই, অর্জ্জুন রণ ত্যাগ করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ভীম আইসে নাই, তাহা হইলে আজি কাহারও প্রাণ থাকিত না। এখন চল শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া যাই।”

কুরু সৈন্য এইরূপে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। উত্তরও বৃহন্নলা বিরাট ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধ জয় হইয়াছে বলিয়া রাজধানীতে মহা আনন্দ উৎসব হইল। রাজকুমার উত্তর অর্জ্জুনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন; তিনি আসিয়া পিতার নিকট পাণ্ডবগণের কথা বলিলেন। অতঃপর শুভ দিন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস শেষে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিলেন এবং বিরাট ভবনে আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। রাজকুমারী উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইল। দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চাল হইতে রাজা দ্রুপদ এবং অন্যান্য স্থান হইতে বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি সহানুভূতি, প্রীতি এবং শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।০

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা।

বিরাট রাজ্যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। একদিন শুভদিন দেখিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠির বিরাটের সিংহাসনে রাজবেশে উপবেশন করিলেন।

ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাসন।
মেঘ হইতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভিত তেমন॥
বাম ভাগে বসিল দ্রুপদ রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা॥
কর যোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥

বিরাট রাজা এই সংবাদ শুনিয়া অন্তঃপুর হইতে তাড়াতাড়ি রাজ সভায় আসিলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। যে কঙ্ক তাঁহার সভাসদ, সে সৈরিন্ধ্রীকে বাম ভাগে লইয়া তাঁহারই সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং বৃহন্নলা, বল্লভ প্রভৃতি তাঁহার নিকট এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান, ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। বিরাট রাজার কথা শুনিয়া ভীমসেন, ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত পাইয়া শান্ত হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন, আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে বিরাটের ক্রোধ এবং ভ্রান্তি দূর হইল। তখন তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে ধনঞ্জয়, মৎস্যরাজকে ভূমি হইতে হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ

নানাবিধ সুমধুর বচনে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। উভয় পক্ষের আত্মীয়তা দৃঢ়ীকরণ মানসে বিরাট তনয়া উত্তরার সহিত অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইল।

এদিকে রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে যুদ্ধ বিনা সূচাগ্র ভূমিও তিনি পাণ্ডবগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন না। মহামতি ভীষ্ম অনেক প্রবোধ ও হিতোপদেশ প্রদান করিলেন কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" দুর্য্যোধন কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পাণ্ডবগণ, ধৌম্য মুনিকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। ধৌম্য কুরু সভায় আসিয়া দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদিগের বার্ত্তা প্রদান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মুনির কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনকে নানারূপ বুঝাইলেন কিন্তু দুর্য্যোধন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলেলেন,

যে হোক সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য ভূমি॥

ইহা বলিয়া দুর্য্যোধন তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রীগণ লইয়া সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহামতি বিদুর অন্ধরাজাকে অনেক হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করা অন্যায় ও অসঙ্গত, পাণ্ডবেরা সর্ব্বদর্শি হিতকারী তাঁহাদের অহিত করা ধর্ম্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজয় নিশ্চিত, এ সমুদয় কথাই বিদুর, অন্ধরাজকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি সবই বুঝি, কিন্তু দুর্য্যোধন আমাকে অন্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করে। তুমি তাহাকে হিতোপদেশ দান কর।" বিদুর বলিলেন, "তাহাতে কোন ফল হইবে না। দুর্য্যোধন আমার কথা বিপরীত বলিয়া মনে করে।" অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূতরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন,

অন্ধ বলি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যত কথা বলি আমি নাহি শুনে কাণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লেখে।
কর্ণ দুঃশাসনের বচন মাত্র রাখে॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি দিতে নাহি চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥

এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বলিলেন, "তুমি পুনরায় আমার দূতরূপে গিয়া বল যে কেবল জ্যেষ্ঠ তাতের অনুরোধে এপর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের জীবন রহিয়াছে। এখন বুঝি সে, মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করিয়াছে?

অল্প কার্য্যে জ্ঞাতি বধ নাহি প্রয়োজন।
করুক আপন মান রক্ষা দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তা দিয়া করুক বশ আমা পঞ্চ জনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥

যুধিষ্ঠিরের বাক্য অবসানে ভীম এবং অর্জ্জুন ও আপনাদের বক্তব্য বলিলেন। সঞ্জয় এই বার্ত্তা লইয়া গমন করিলেন যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই হইবে তখন সেজন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।" ইহা মনে স্থির করিয়া ভ্রাতৃগণকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন।

শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ, কৌরবের বাণী?
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিনী॥
আমাদের পক্ষ যত সুহৃদ স্বজন,
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন।

ভোজ বংশে অন্ধ্র বংশে যতেক রাজন,
সৌবল সুমিত্র আদি মাদ্রীর নন্দন,
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যত যোদ্ধা সবাকারে পাঠাও লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে,
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি যত করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপচার॥

যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন,

শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য্যোধন॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়ে হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ করিল সংহতি।
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হইল উপনীত॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ॥
স্থানে স্থানে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর।
অশ্বশালা রচিল বিচিত্র গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণ করিলা ভাণ্ডার॥

গড় নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া পাণ্ডবগণকে সে সংবাদ দান করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া নানা স্থানের রাজগণকে যুদ্ধার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। কারস্কার, জয়সেন, শিশুপাল পুত্র সহদেব, কাশীরাজ, সুষেণ, প্রষেণ, অঙ্গরাজ, সুবর্ণ, বাহ্লীক প্রভৃতি নৃপতিগণ দূত মুখে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া

চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে আইলা।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিলা॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা ক্ষণেকে মিলিল।
নানা বাদ্য কোলাহলে পৃথিবী পূরিল॥
সাত অক্ষৌহিণী পতি হইল পঞ্চজন।
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সেনাগণে।
কোলাহল মহাশব্দে না শুনি শ্রবণে॥
কুরুক্ষেত্রে দুইদলে সমানে রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল॥

শান্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের বৃথা চেষ্টা।

যখন যুদ্ধ হওয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন দুর্য্যোধন সংকল্প করিলেন শ্রীকৃষ্ণকে সারথির পদে বরণ করিবেন। এই কল্পনা করিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী উলুককে দ্বারকা নগরে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূত মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "যুদ্ধ না করিয়া সদ্ভাবে পাণ্ডবগণকে রাজ্যধন প্রত্যর্পণ

করাই সঙ্গত। জ্ঞাতি বধ এবং ভ্রাতৃ বিরোধ মহাপাপ। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন সত্যে আবদ্ধ আছেন, অজ্ঞাত বাসের পরে পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাদের রাজ্য পুনরর্পণ করিবেন। পাণ্ডবদিগের এই ন্যায্য দাবী প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে।" সারথিপদে বরণ করা সম্বন্ধে বলিলেন,

অগ্রেই আমাকে কহিলেন ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয়॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে॥
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যেজন বরিবে।
তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে॥

দূত মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মহারাজা দুর্য্যোধন নির্দ্ধারিত দিনে দ্বারকায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেদিন বরাহ মন্দির নামক গৃহে শয়ান রহিলেন। তাঁহার শয্যা পার্শ্বে মস্তকের দিকে একখানি অতি সুরম্য রত্ন সিংহাসন স্থাপিত রহিল। দুর্য্যোধন অগ্রেই আসিয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখনও নিদ্রিত। উপবেশনের জন্য রত্নময় সিংহাসন, পদ প্রক্ষালনের জন্য জল, পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দেখিয়া দুর্য্যোধন মনে মনে অতিশয় প্রীত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে পার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দুর্য্যোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শয্যার উপর পাদদেশে উপবেশন করিলেন এবং নিদ্রা ভঙ্গের জন্য ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল চাপিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত

হইল। কুশলাদি সম্ভাষণের পরে অর্জ্জুন বলিলেন, "কৌরব পাণ্ডবে নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে ;

পাঠাইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার॥

অর্জ্জুনের সহিত এই কথা হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ মুখ ফিরাইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিলেন এবং সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি পার্থের বহু পূর্ব্বে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি, অতএব, যুদ্ধে আমার সারথ্য করাই আপনার সঙ্গত। দূত দ্বারাও আমি আপনাকে প্রথমে বরণ করিয়াছিলাম।" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য, কিন্তু পার্থ আমাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন এবং আমিও অঙ্গীকার করিয়াছি। এখন উপায় কি? কুরু ও পাণ্ডব উভয়েই আমাদের নিকট তুল্য ; এজন্য তীর্থ যাত্রা কালে হলধর কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তবে এক উপায় আছে,

নারায়ণী সেনা মোর আছে কোটি সাত।
মম সম তেজ বীর্য্যে জগতে বিখ্যাত॥
মহা বলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার॥

আপনাকে এই সেনাগণ অর্পণ করিতে পারি।" দুর্য্যোধন এই প্রস্তাবে মহা সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন এবং প্রীত মনে হস্তিনায় প্রতিগমন করিলেন।

দুর্য্যোধন হস্তিনায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত বিরাট ভবনে যাত্রা করিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন,

"কুরু সভা মধ্যে তুমি যাও নারায়ণ॥
নীতি ধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাতে, জাহ্নবী নন্দনে॥
প্রথমে কহিবা অন্ধে রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥

পূর্ব্বাপর আমার যে সকল অধিকার ছিল তাহা দিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বলিবে। যে প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে তবে কেন রাজ্য ছাড়িয়া দিবে না? তাহা না দিয়া যুদ্ধ করিলে কি ফল হইবে?

জ্ঞাতিগণ মরিবে, মরিবে বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধে হবে সর্ব্ব কুল বিনাশন॥

অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে যদি নিতান্তই কুরুগণ অস্বীকার করেন, তবে

পুনশ্চ কহিবা তারে করিয়া বিনয়।
"বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ।
অপর সাগরাবধি সকল ভুঞ্জহ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ, কুশস্থল, বারণা নগর।
হস্তিনায় উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর॥

পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে॥

যুধিষ্ঠিরের এই বার্ত্তা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বিদুর এই সংবাদ শুনিয়া হৃষ্ট চিত্তে অন্ধরাজকে বলিলেন, "তোমার পরম সৌভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দুর্য্যোধনকে নীতি উপদেশ দিতে আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং কিরূপে কৃষ্ণের পূজা ও অভ্যর্থনা করিবেন তাহার পরামর্শের জন্য ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সভাসদ্‌কে আহ্বান করিলেন। সকলে সমাগত হইলে ভীষ্ম বলিলেন,

যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির শীঘ্র কর বিরচিত॥
পথে পথে দেও রাজা জলছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্ন বেদী করাও নির্ম্মাণ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহাও নগরে।
করুক মঙ্গলাচার প্রতি ঘরে ঘরে॥
গুবাক কদলী আদি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
আগুসারি আন গিয়া দেবকী নন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এমত বিধানে॥

ভীষ্মদেব এই কথা বলিলে সভাসদ্ সকলেই ইহা অনুমোদন করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন সম্মত হইলেন না। ভীষ্ম প্রভৃতি ইহাতে অপমানিত বোধ

করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনকে নানারূপে, বুঝাইলে অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। কৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রাজধানী সুশোভিত এবং সুসজ্জিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুর্য্যোধনের এ কপট ভক্তি, আন্তরিক প্রীতি নহে। কৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দুর্য্যোধন, চতুরঙ্গ সেনা লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, উপহারের কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,

আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা পূজন করিও সবিশেষে॥

ইহা বলিয়া তিনি সাত্যকিকে সঙ্গে করিয়া বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। বিদুর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সেদিন গৃহে ক্ষুদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহাই আহার করিলেন এবং নানারূপ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন পুনরায় রাজসভায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং নানারূপ হিতোপদেশ দ্বারা দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

বরং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া

অম্বর সম্বরি তথা উঠিয়া ত্বরিতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥

তীক্ষ্ম সূচী অগ্রেতে রহয়ে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় হয় যত্যপি তপন॥
আকাশ পড়য় ভূমে পৃথ্বী জলে ভাসে।
দিনকর তেজ যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নীরব হইলেন। ক্ষণপরে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি তুই কুলের হিতের জন্য এই শান্তি-প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। শুনিলাম, তোমার পুত্র আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিবে বলিয়া পরামর্শ করিয়াছিল। আমি কি দোষ করিয়াছি? আর আমাকে বন্ধন করিয়া রাখা কি দুর্য্যোধনের কার্য্য?

কেপারে বান্ধিতে মোরে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি কেবল চাহিয়া তোমা পানে॥

ইহা বলিয়া নারায়ণ, দেবমায়া সৃজন করিলেন এবং সভাস্থ সকলকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্গে ত্রিভুবন পরিদৃষ্ট হইল এবং

বিশ্বরূপ দেখিয়া সকলে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কান্দিতে লাগিল।
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজরূপ সম্বরহ দেব গদাধর।

শ্রীকৃষ্ণ, স্তবে তুষ্ট হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সভাস্থ সকলে

পুনরায় দুর্য্যোধনকে বুঝাইলেন কিন্তু কোনই ফল হইল না। শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে গমন করিলেন এবং কুন্তীদেবীকে প্রবোধ বাক্য বলিয়া পাণ্ডবদিগের আবাসে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মুখে যুধিষ্টির, দুর্য্যোধনের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইবার জন্য ভ্রাতাদিগকে আদেশ করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধনও তাঁহার পক্ষীয় রাজগণ লইয়া কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষের রথী, মহারথীগণ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। সাগরতরঙ্গ সমান কলরবে যুদ্ধক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুনের বিষাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

শুভক্ষণ দেখিয়া কুরু ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। কথিত আছে কুরুরাজ দুর্য্যোধন যখন যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন তখন নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে মহামুনি ব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে ইহা নিশ্চয় জানিও।

কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময় সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে?

অতঃপর সঞ্জয়কে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিলেন। সঞ্জয়, যুদ্ধের বিবরণ সমুদয় অন্ধরাজকে বলিবেন, ইহা স্থিরীকৃত হইল।

কুরু ও পাণ্ডবগণের সৈন্য ও সেনাপতিগণ কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হইলে তথায় মহা কলরব উপস্থিত হইল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার একত্র সমাবেশ যে কি বিরাট ব্যাপার তাহা কল্পনারও অতীত। সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন। কুরুগণের পক্ষে মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি মনোনীত হইলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে পার্থ, সেনাপতি হইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি হইলেন। কুরুসৈন্যগণ পশ্চিম মুখে এবং পাণ্ডব সৈন্যগণ পূর্ব্ব মুখে দণ্ডায়মান হইল। কথিত আছে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে এবং মঘা নক্ষত্রে রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থে গমন করেন।

যখন উভয় দলে যুদ্ধার্থে পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন মহারাজা যুধিষ্ঠির শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়া একাকী পদব্রজে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের পদ বন্দনা করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা তিন জনেই "জয়ীহও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুধিষ্ঠির এইরূপ গমন করিলে ভীম ও অর্জ্জুন অত্যন্ত আশঙ্কিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "তোমাদের কোনও চিন্তার কারণ নাই।

সত্ত্বগুণ ধর্ম্ম পুত্র না জানেন পর ॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রস্থান॥

যুধিষ্ঠির, ভীষ্মাদির আশীর্ব্বাদ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আপনারা মহাবীর, আপনারা যখন কুরু পক্ষ সমর্থন রয়াছেন, তখন আমার জয়ের আশা নাই, তাহা নিশ্চয়ই জানি।

কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল ॥

যুধিষ্ঠিরের বচন শুনিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

সাধু ধর্ম্ম পুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিও নিশ্চয়॥

অতঃপর যুধিষ্ঠির উপস্থিত রাজন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই সৈন্যের মধ্যে যাহার জীবনের ইচ্ছা আছে সে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করুক।" মহাভারতে বর্ণিত আছে, যুযুৎসু রাজা তাঁহার লক্ষ সৈন্য সহ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কথিত আছে দুর্য্যোধন, ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন কেহ ধনুর্দ্ধর আছেন কিনা, যিনি একরথে এই সমবেত সৈন্যগণ বিনাশ করিতে পারেন?" ভীষ্ম এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন,

——————যদি আমি দেই মন।
এক দিনে সর্ব্ব সৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যাপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিনদিনে দুই দল করে সমাধান॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয় সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য যায় যমঘর॥
দ্রোণ পুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন।
তিন দণ্ডে দুইদলে মরে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করয় মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ করে সকল সংহার॥

এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনের ভয় হইল। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুনের

যদি এত শক্তি, তবে কোন্ সাহসে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ?” ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,

“————শুন কুরুবর।
দশদিন ভার মম রহিল সমর॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব।
রথি দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব॥

ইহা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময়ে অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, “দুইদলের মধ্যস্থানে একবার রথ স্থাপন করুন, কাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, আমি দেখিয়া লই।” অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া

দুইদল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ, আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধু সব দেখিয়া বিষণ্ণ হইল মন।
অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর লোমাঞ্চ হয়ে কম্পে ঘনেঘন।
হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবে মারি রণে নাহি কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ ?
গুরু বন্ধু বধিয়া দেখিব কার মুখ ?



দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একৈ একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ৭৬)

রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার?
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতি নাশ বন্ধু নাশ সহিতে নারিব॥

ইহা বলিয়া অর্জ্জুন, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া রথের উপরে বিমুখ হইয়া বসিলেন এবং যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া বিষন্ন বদনে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,

কি কারণে ক্ষত্র ধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন?
অহঙ্কার করিয়া আসিলে যুদ্ধ স্থান।
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ?
জ্ঞাতি বধে পাপ তুমি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ পাইয়াছে ভয়।
কে কাবে মারিতে পারে কেবা কার অরি?
সবারে সংহারি আমি, আমি সব করি।
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে গতায়ত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যথা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিও তুমি সকল সমান॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয় নহে জীব নাশ।
শুন বলি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥

যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥

আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, নদীর মধ্যে ভাগিরথী, ঋষির মধ্যে নারদ, মুনিগণ মধ্যে কপিল, গজমধ্যে ঐরাবত, অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, নরগণ মধ্যে নৃপতি, দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, দানবের মধ্যে বলি, নাগের মধ্যে অনন্ত, গ্রহ মধ্যে দিবাকর, তেজের মধ্যে বৈশ্বানর, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় এবং পাণ্ডবের মধ্যে তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিলেও তিনি প্রবোধ মানিলেন না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "হে সব্যসাচিন্ তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। আমিই পূর্ব্বে এই সব সৈন্যগণকে বধ করিয়া রাখিয়াছি।" অর্জ্জুন বলিলেন, "যদি আমি নিজ চক্ষে দেখিতে পারি, তবে আমার প্রত্যয় হয়।" শ্রীহরি তখন তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া আপনার বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন,

মেঘবর্ষ শীর্ষ তাঁর আকাশ পরশে।
রবি শশী দুই চক্ষু জ্যোতি পরকাশে।
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্রদেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধু সম তাঁর পৃষ্ঠ বসুময়।
দশদিক জঙ্ঘা তার পাতাল চরণ।
শৈলগণ অস্থি আর রোম তরুগণ॥
মাংসরূপ ধরণী দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময়॥

করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা-ভয়ে বিস্মিত হইলা অতিশয়॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ও মুদ্রিত নেত্রে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,

প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ?

অর্জ্জুন অভয় পাইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং সখা ও সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইয়াছিল; এবং কার্য্যের ফলাফল বিচার না করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ভীষ্মের অদ্ভুত যুদ্ধ এবং শরশয্যা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দশদিন মহাবীর ভীষ্মদেব, কৌরব সৈন্যের সেনাপতি রূপে যে অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার উপমা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন প্রতিদিন দশসহস্র পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিবেন। এই দশদিন কাল মহারথী অর্জ্জুন ভীষ্মদেবের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন। অর্জ্জুনের অসামান্য বীরত্ব দর্শনে কুরু-পতি দুর্য্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া সময়ে সময়ে ভীষ্মদেবের প্রতি দোষারোপ করিতেন। তাঁহার মনে ধারণা ছিল, পিতামহ ভীষ্ম পাণ্ডব-

গণের প্রতি মনে মনে অনুরক্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে পারেন কিন্তু স্নেহ বশতঃ তাহা করিতেছেন না। এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতেন। ভীষ্মবীর দুই এক দিন ক্রুদ্ধ হইয়া অসামান্য বীরত্ব প্রকাশে পাণ্ডবদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে পাণ্ডবেরা সকল সময়েই রক্ষা পাইতেন।

এই দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয় দিনে বিরাট রাজার পুত্র শঙ্খ, পাণ্ডব সেনাপতি রূপে অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও ভীষ্মে যখন ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল তখন শঙ্খবীর বালক হইয়াও কুরু পক্ষের প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে রণে পরাস্ত করিতেছিলেন। এমনকি, মহাবীর দ্রোণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। ইহাতে আচার্য্যের মহাক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্ম অস্ত্র সন্ধান করিলেন। ইহাতে সকল মহারথীগণ দ্রোণের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম অস্ত্র অব্যর্থ; ইহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সারথি সাত্যকি বলিলেন "চল রথ লইয়া অর্জ্জুনের নিকটে যাই।" শঙ্খ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না।

সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্র ধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর?
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন।
সুরলোক হব প্রাপ্ত না হয় খণ্ডন॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
আপনা রাখিব কি করিয়া পলায়ন?

এই বলিয়া ব্রহ্ম অস্ত্র নিবারণ জন্য ধনুকে সন্ধান পূরিলেন। ব্রহ্ম অস্ত্রের তেজে তাঁহার বাণ ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং দ্রোণের অস্ত্র প্রলয়

কালের সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে আকাশ পথে আগমন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ লইয়া পলায়নপর হইলেন।

লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমিতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥

এইরূপে বালকবীর শঙ্খ, সম্মুখ রণে প্রাণ ত্যাগ করিয়া আপনার অতুল সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে অর্জ্জুন, পিতামহ ভীষ্মের সারথি, রথধ্বজ এবং অশ্বচতুষ্টয় কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভীষ্ম নিতান্ত লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া অন্য রথে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষত্রিয় তেজে প্রদীপ্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন,

এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥

এই বলিয়া মন্ত্রপূত করিয়া নারায়ণ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবের পক্ষে যত অস্ত্রধারী সৈন্য ছিল, সকলকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়া মহাবীর ভীষ্ম এই শর সন্ধান করিলেন।

বাণ হইতে বিষ্ণু তেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্যে পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হইল নড়িল চলাচল।
বাসুকী নাগের ফণা করে টলমল॥

৬

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অস্ত্র ধনু ত্যাগ করিয়া রথের উপরে বিমুখ হইয়া অবস্থান কর।" অর্জ্জুন বলিলেন, "ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের ইহা কর্ত্তব্য নহে।"

গোবিন্দ বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥

কৃষ্ণের অনুরোধে অর্জ্জুনকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পাণ্ডব সৈন্যগণের সকলে অস্ত্র ত্যাগ কর।" তাঁহার আদেশে সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিল কেবল ভীমসেন তাহা শুনিলেন না।

ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি কারণে প্রাণ ভয়ে রণেভঙ্গ দিব?
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব?

ইহা বলিয়া গদা হাতে করিয়া তিনি বাণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রজ্জলিত অগ্নিময় পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে করিতে এই মহাঅস্ত্র অন্য কোন অস্ত্রধারীকে না পাইয়া ভীমকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ, উপায়ান্তর না দেখিয়া ভীমকে রক্ষা করিবার জন্য রথত্যাগ করিয়া গমন করিলেন এবং নিজ কলেবর দ্বারা ভীমকে আবৃত করিলেন। কথিত আছে তখন অস্ত্রের তেজ কৃষ্ণের শরীরে মিলাইয়া গেল। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেদিন এইরূপে কৃষ্ণের কৃপায় আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মবীর এরূপ দোর্দ্দণ্ড তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া

ছিলেন, এত পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং মহাবীর অর্জ্জুনকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি মনে ভাবিলেন এরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিলে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করা যাইবে না। এমন সময়ে ভীষ্মের সুতীক্ষ্ণ শর আসিয়া তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিল। তিনি স্বহস্তে ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।

এইরূপে ক্রমাগত নয়দিন যুদ্ধ চলিল। প্রতি দিন মহাবীর ভীষ্ম তাঁহার পুর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ জন্য পাণ্ডবগণের অযুত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বদা পাণ্ডব সৈন্য রক্ষার জন্য সতর্ক ও সাবধান থাকিয়াও ভীষ্মের কার্য্যে বাধা দিতে সক্ষম হইতেন না। পার্থ মূহুর্ত্তমাত্র অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলেই ভীষ্ম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অবকাশ পাইতেন।

পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অমিততেজা ভীষ্ম বীরকে পরাভব করা একরূপ অসম্ভব মনে করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। দশম দিনেও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্মের অমিত বিক্রম ও তেজে পাণ্ডব সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন চক্রপাণির চক্রে শিখণ্ডীকে অর্জ্জুনের রথোপরি আনয়ন করা হইল। শিখণ্ডী, ক্লীব ছিলেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি ক্লীবের সহিত কখনও যুদ্ধ করিবেন না, বা ক্লীব দেখিলে বাণ ধরিবেন না। শিখণ্ডী, ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে

শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনের কৌতুকে।
যদি মৃত্যু হয় তবু উপেক্ষি তোমাকে।

শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি বাণ না ধরিব কোন কালে॥

এইরূপ উপেক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী মহাক্রোধে ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ভীষ্মবীর নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অচল রহিলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পার্থ বীর তীক্ষ্ণ শরে পিতামহের শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর এক সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা বক্ষস্থলে আহত হইয়া তিনি চেতনা হারাইলেন। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্তি ছিল। তিনি দক্ষিণায়নে প্রাণ ত্যাগ করিবেন না বলিয়া উত্তরায়ণ আগমন পর্য্যন্ত শরশয্যায় থাকিবেন সংকল্প করিলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, সকলেই মহাবীরের পতনে দুঃখিত হইয়া তাঁহার শেষ সম্মান প্রদান করিতে গেলেন। উভয় পক্ষের বীরগণ ও নৃপতিগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

শয্যায় আছয় মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর॥
কোন্ বীর আছ হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান?
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান।

দুর্য্যোধন এই কথা শুনিয়া স্বয়ং একটী দিব্য উপাধান আনিয়া দিলেন। ভীষ্ম তখন হাসিয়া বলিলেন, "আমার সকল শরীর শরের উপর ন্যস্ত, এ সময়ে মস্তকে এই দিব্য উপাধানের প্রয়োজন কি?" ইহা বলিয়া ধনঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন অর্জ্জুনবীর নিয়া ধনুঃশর।
তিন বান মারি মাথা করেন সোসর॥

এইরূপে ভীষ্মবীর শরশয্যায় শায়িত রহিলেন। ক্ষণপরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তিনি পানীয় জল চাহিলেন এবং দুর্য্যোধন ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া

সুশীতল জল আনিয়া দিলেন। এবারেও ভীষ্ম অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং

তখন অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
পৃথিবীতে মারে বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তাহাতে উঠিল॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে॥

তখন ভীষ্মদেব জলপান করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং দুর্য্যোধনকে বিরোধ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বলিলেন তিনি সূচাগ্র ভূমি বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে দিবেন না। এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম নীরব

অভিমন্যু বধ।

মহাবীর ভীষ্মের পতন হইলে দুর্য্যোধন নিতান্ত ভীত হইলেন। তিনি প্রথমে কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন কিন্তু কৃপাচার্য্য বলিলেন,

কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান।
পৃথিবীতে বীর নাই দ্রোণের সমান॥
এক মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥

এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ শকুনি প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া

মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। দ্রোণ বলিলেন, "যদি কর্ণ, বাণ না ধরে তবে আমি সেনাপতি হইতে পারি।" দুর্য্যোধন তাহাতেই সম্মত হইলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন "আমি আর কিছু চাহি না। যুধিষ্ঠিরকে আপনি একবার ধরিয়া দিতে পারিলেই আমি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারি।" দ্রোণ বলিলেন, "যদি ধনঞ্জয় সম্মুখে না থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিতে পারিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

পাণ্ডব শিবিরে যখন এই কথা রাষ্ট্র হইল তখন রাজা যুধিষ্ঠির সশঙ্কিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "দ্রোণ মহাবীর যখন আমাকে ধরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমার উপায়ান্তর নাই। এই বিপদ হইতে কিরূপে ত্রাণ পাইব?" যুধিষ্ঠিরের এই আশঙ্কার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে ধরিতে পারে এমন সাধ্য কাহার?

শত দ্রোণ হয়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে?
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন॥"

পাণ্ডব পক্ষে ভীমসেন সেনাপতি হইলেন। অর্জ্জুন, নারায়ণী সেনাগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন, ভীমসেন সেনাপতি হইয়া কুরুসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন।

মহাবীর দ্রোণ, চক্রব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুইদিন ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিবেন বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না দেখিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে কটু কথা বলিলেন। দ্রোণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তৃতীয় দিবসে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

করিলেন। এ দিনে পাণ্ডব পক্ষের অত্যন্ত পরাভব হইতে লাগিল। কোন যোদ্ধাই এই দিনে দ্রোণের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। অর্জ্জুন, নারায়ণী সেনাগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন ; তিনি অবকাশ পাইতেছেন না। ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠিরের ব্যাকুলতা দেখিয়া সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। অভিমন্যু ষোড়শ বর্ষীয় বালক। তিনি ব্যূহ প্রবেশের উপায় জানিতেন কিন্তু নির্গমের উপায় জানিতেন না। চক্রব্যূহের দ্বার দেশে জয়দ্রথ প্রবেশ পথ রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল। অভিমন্যু নিজ কৌশল বলে ব্যূহে প্রবেশ করিলেন কিন্তু ভীম প্রভৃতি যে সকল বীরগণ তাঁহার রক্ষার জন্য অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ সে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। অভিমন্যু, ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তদধিক অভিমন্যু করে শর বৃষ্টি॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ পড়ে সৈন্যের উপর।
মার মার বলি ডাকে অর্জ্জুন কোঙর॥
এক গোটা বাণ যদি তূণ হইতে আনে।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে॥
গগনে শতেক হয় সহস্র পতনে।
এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
কুরু সৈন্য রক্তে স্নান করে বসুমতী॥

অভিমন্যুর বিষম যুদ্ধে কুরু পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীগণ একাধিক বার তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া

পলায়নপর হইলেন। দুর্য্যোধন পুত্র লক্ষণের মৃত্যু হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মও অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইল। দুর্য্যোধন, পুত্রশোকে আকুল হইয়া অভিমন্যুকে সংহার করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু ক্ষণ কালের মধ্যেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সমুদয় পুত্রগণই অভিমন্যুর হস্তে হত হইল। এতদ্ব্যতীত অগণিত হস্তী, অশ্ব, সারথি এবং সৈন্য প্রাণ হারাইয়া রণক্ষেত্রে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। কুরু সৈন্য মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উঠিল ; রাজা দুর্য্যোধন দুঃখে ক্ষোভে, শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ লজ্জায় ও অপমানে জ্ঞানহারা হইলেন। দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট গমন করিয়া আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ বলিলেন,

ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিবারে পারে।
কহিলাম হেনজন নাহি এ সংসারে॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলা সাক্ষাতে তার সমর অদ্ভুত॥

দুর্য্যোধন বলিলেন, "আপনারা সপ্তরথী একত্র হইয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করুন।" দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে অন্যায় যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণ এবং সর্ব্ব পশ্চাতে দুর্য্যোধন এই সাত জনে একত্র হইয়া চারিদিক হইতে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। বীর বালক, এই সপ্তরথীর সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষের একজনও সে ব্যূহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অভিমন্যু যখন দেখিলেন এই সকল মহারথীগণ এইরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করে

এরূপ কেহ নাই তখন তিনি জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শৌর্য্য ও সাহসের সহিত শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তরথী একবার পরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করিতে বলিলেন এবার ও অভিমন্যুর অস্ত্রে তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত হইলেন।

নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর॥
ধরায় রুধির ধার অবিরত ধায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায়॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয়॥
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহা পরাক্রম।
অবসাদ নাহিক তিলেক নাহি শ্রম॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ।
এক কালে সন্ধান করহ সপ্তজন॥
কেহ কাট ধনুখানি কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখি চমৎকার॥

কর্ণের এই পরামর্শ শুনিয়া সপ্তরথী এক কালে বীর বালককে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন এবং বহু কষ্টে কর্ণ তাঁহার ধনুক কাটিতে সমর্থ হইলেন।

পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল॥

কবচ কাটিল দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু॥
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অস্ত্রগণ॥

এইরূপে সারথি, অশ্ব, রথ ও ধনুর্ব্বাণ হীন হইয়া অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম্ম লইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায়ও বালকের অদ্ভুত শৌর্য্যে বহু সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। এই অভূতপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্ব দেখিয়াও কুরুপক্ষের রথীগণের কৃপা হইল না। তাহারা তখনও চারিদিক হইতে অভিমন্যুকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে খড়্গ ও চর্ম্ম কাটা গেল। তখন রথচক্র লইয়া বালক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু একাকী শূন্য হস্তে বিপক্ষগণের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? সাতজন মহারথীর সহিত একেশ্বর রণ করিতে করিতে অভিমন্যু হীনবল হইলেন এবং তাঁহাদের শরাঘাতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বলিতে লজ্জা হয় এই অচেতন অবস্থায়ও সাতজন তাঁহার প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। এই সময়ে দুষ্টমতি দুঃশাসন পুত্র, তাঁহাকে গদার আঘাত করিলেন। অভিমানে অভিমন্যুর নয়ন হইতে অশ্রু বর্ষণ হইল। যাঁহার পিতা বিশ্ব বিজয়ী বীর, যাঁহার মাতুল বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা, সেই অভিমন্যু নিঃসহায় অবস্থায় পাশবদ্ধ সিংহ শিশুর ন্যায় শত্রুগণের ধূর্ত্ততা ও শঠতায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও অভিমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? অভিমন্যুর মৃত্যুতে

"দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।"
বাজাইল রণ বাদ্য শত শত জন॥

কিন্তু পাণ্ডব শিবির ঘন কৃষ্ণ শোক ছায়ায় সমাবৃত হইল। মহারাজা



সাতজন মহারথীর সহিত একেশ্বর রণ করিতে করিতে অভিমন্যু হীনবল হইলেন এবং তাহাদের শরাঘাতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। (পৃঃ—৯০)

যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রভৃতি ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। চারিদিক মহা হাহাকার ও শোকধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। মহাবীর পার্থ তখনও দারুণ যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার প্রাণে পুত্র শোকের বিষম বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। পথে আসিতে আসিতে তিনি নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা বলিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিলেন কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন, পাণ্ডবদিগের কি মহা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শিবিরে আসিয়া পার্থ যখন এই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিলেন, তখন তাঁহার শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। যখন শুনিলেন, অসহায় বালককে কৌরবেরা অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে তখন তাঁহার ঘৃণা ও রাগের পরিসীমা রহিল না। মহামুনি ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ক্ষত্রিয় বীরের হৃদয় লৌহে গঠিত; তাই ধনঞ্জয় এইরূপ পুত্র শোক পাইয়াও চিত্তকে স্থির করিলেন এবং এই সর্ব্বনাশের মূলকারণ জয়দ্রথকে আগামী কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিহত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরদিন যুদ্ধে, কুরু পক্ষের বহু যত্ন ও চেষ্টা বিফল করিয়া পার্থ, জয়দ্রথকে নিহত করিয়া নিদারুণ পুত্রশোকের তীব্র ও ভীষণ জ্বালার কথঞ্চিৎ প্রশমন করিলেন।

"অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।"

অভিমন্যুর শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে পাণ্ডব পক্ষের প্রতিহিংসা অনল দ্বিগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন যেমন জয়দ্রথকে বধ করিলেন, মহাবীর ভীমসেনও দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্র-দিগকে একাকী বিনাশ করিলেন। দ্রোণের সেনাপতিত্ব সময়ে কুরু

পক্ষের ভূরিশ্রবা এবং ভগদত্ত প্রভৃতি অন্যান্য মহাবীরগণও নিহত হইলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে ঘটোৎকচ এবং পাঞ্চালপতি দ্রুপদ প্রভৃতি রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য ও যোদ্ধা নিপতিত হইল। ভীমসেন, দুর্য্যোধনকে পাইলে কখনও ছাড়িতেন না। দ্রোণাচার্য্যের যে দিন শেষ দিন, সেই দিনে দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন দেখিয়া ভীমের মহা আনন্দ হইল। তিনি মহা উল্লাসে বহু সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব নিধন করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন।

কিন্তু দ্রোণাচার্য্যের দুর্জ্জয় সমরে পাণ্ডব সৈন্য অস্থির হইয়া উঠিল।

তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখে সৈন্য অপচয়
দ্রুত আইল দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করে বাণ বৃষ্টি যেন সংহারিতে সৃষ্টি
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে॥
অর্জ্জুনেরে দশবাণ দ্রোণাচার্য্য বলবান
মারিলেন সমর ভিতর।
খাইয়া দ্রোণের বাণ পার্থবীর হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপর॥

অর্জ্জুনকে বিমুখ করিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। দ্রোণের দারুণ বাণে কেহই সুস্থির থাকিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের মহা ত্রাসের সঞ্চার হইল। যে বীর রণ করিবার জন্য দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহাকেই দ্রোণাচার্য্য সংহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের সৈন্যনাশ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তিত হইলেন। কেবল চিন্তিত হইলেন না, চিন্তা করিয়া দ্রোণ বধের এক উপায়ও নির্দ্ধারণ করিলেন। এই দিন দুর্য্যোধন অশ্বত্থামা নামে এক সুন্দর হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই অশ্বথামা হস্তী ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই হস্তীর মৃত্যু কথা দ্রোণপুত্র অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ রূপে দ্রোণকে শুনাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দ্রোণ অস্থির হইলেন। যখন অশ্বথামার জন্ম হয় তখন দৈববাণী হইয়াছিল যে তিনি চিরজীবী হইবেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতেছেন।

এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর চারি যুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি ?
পুনঃ কন দামোদর বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় পুছ ভীম স্থানে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি নিশ্চয় জানিও তুমি
অশ্বথামা পড়িয়াছে রণে॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বিষম সন্দেহে পতিত হইলেন। তিনি জানিতেন কৃষ্ণ কুটীল রাজনীতিতে অতিশয় প্রাজ্ঞ; কোন্ উদ্দেশ্যে কি ভাবে কোন্ কথা বলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অশ্বথামা চির-জীবি একথা তিনি জানিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন; অথচ কৃষ্ণ বার বার তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতেছেন; ইহাই বা কিরূপে অবিশ্বাস করিবেন ? তিনি বলিলেন,

তবে আমি সত্য মানি, যদি কন নৃপমণি
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।

যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতায় তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। শত্রু মিত্র সকলেই যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মিথ্যা

কথা বলিতে পারেন একথা কেহ কল্পনা করিতেও পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

"অশ্বত্থামা হত' বাণী আমি তাহা সত্য জানি
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে।"

এই কথা দ্রোণকে বলিতে হইবে। যুধিষ্ঠির এই দ্ব্যর্থ বোধক কথা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ইহা মিথ্যা না হইলেও মিথ্যার কার্য্য করিবে, সুতরাং ইহাতে অধর্ম্ম আছে।

মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী
উদ্ধারের বলহ উত্তর।

ইহা শুনিয়া ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন ?
অভিমন্যু গেল রণে বেড়ি সব যোদ্ধাগণে
একা শিশু করিল নিধন।
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম তুমি কি করিলা কর্ম্ম
নাশিলা সকল রাজ্যধন॥

শত্রুর বিনাশ জন্য এই ছল করা ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম না হইয়া বরং ধর্ম্ম বলাই সঙ্গত। আমাকে যদি দ্রোণ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি শতবার তাঁহাকে একথা বলিতে পারি।" তিনি উপযাচক হইয়াই বলিলেন,

শুন দ্রোণ কহি সার সমরেতে আজিকার
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
এই কথা নহে অন্যমত॥

দ্রোণের ইহাতেও প্রত্যয় হইল না। তিনি বলিলেন "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি বলেন, তবে আমি বিশ্বাস করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ কোপের সহিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণেব কথা অবহেলা করা তাঁহার সাধ্য ছিল না।

তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদ যুত
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ ইতি গজ সত্য ভাষ
জানহ স্বরূপ এ উত্তর॥

কথিত আছে, দ্রোণ যতবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ততবারই তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন। "ইতিগজ" কথাটী মৃদুস্বরে বলিয়া আপনার সত্যবাদিতা রক্ষা করিলেন।

পুঁত্রের শোকেতে দ্রোণ হইলেন অচেতন
চেতনা হারায় দ্বিজবর।
স্কন্ধতলে ধনু রাখি কান্দে দ্রোণ হয়ে দুঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥
হেন কালে রমাপতি বলিলেন পার্থ প্রতি
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পে দংশে দ্রোণে কাটিয়া পাড়হ বাণে
এই কালে কুন্তীর তনয়॥
তবে পার্থ বীরবর অস্ত্র মারি দৃঢ়তর
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কর্ণতলে বিন্ধি ধনু অস্থির হইল তনু
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥

এই সময়ে দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্ষিপ্র গতিতে দ্রোণের রথে

আরোহণ করিয়া স্বীয় অসি দ্বারা দ্রোণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং তাহা লইয়া নিজ রথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্রোণের নিধন দেখি ছুর্য্যোধন মহাছুঃখী
বিলাপ করয় বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি কান্দি কুরু অধিকারী
পড়িলেন ধরণী উপর॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ এবং ছুর্য্যোধনের পলায়ন।

পাঁচ দিন ভীষণ যুদ্ধের পরে যখন মহাবীর দ্রোণ, রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন, তখন ছুর্য্যোধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শকুনির পরামর্শে কর্ণবীর কুরুপক্ষের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া সমর ক্ষেত্রে গমন করিলেন। কর্ণের বীরত্ব জগৎ বিখ্যাত। কর্ণ যখন রণ সজ্জা করিয়া মহাধুমধামের সহিত রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন তখন পাণ্ডব পক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই দিনে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। দুই দলে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন, মহা পরাক্রমে সংসপ্তক সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য কুরু সৈন্য তাঁহার হস্তে নিহত হইল। এদিকে কর্ণ বীরও অসীম তেজে পাণ্ডব সেনা ক্ষয় করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন, কর্ণের এক পুত্রকে নিহত করিলেন। কর্ণ, শোকে, লজ্জায় এবং ক্ষোভে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া প্রচণ্ড তেজের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রতিই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। যুধিষ্ঠির ও কর্ণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ



অতি ক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
"অমৃতে পূরিল আজি মম কলেবর ॥" (পৃঃ—৯৭)

বর্ষণ করিলেন। প্রথমে কর্ণ, একবার রথের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন কিন্তু অবশেষে

জিনিলেন কর্ণবীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
ক্ষত্র কুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্র ধর্ম্ম তোমার কুশল নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে যে তোমাকে বাখানি।
আর যুদ্ধ না করিহ কর্ণবীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজ স্থানে॥

কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির যারপর নাই লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্জ্জুন রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,

"আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর।"

এইদিনে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দুঃশাসনকে রণে নিহত করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থে

অতি ক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
"অমৃতে পূরিল আজি মম কলেবর॥"

দুর্য্যোধন ও কর্ণের সাক্ষাতে বৃকোদর দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া রণক্ষেত্রে রাক্ষসাকারে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে সৈন্যগণ পলায়ন করিল। অপর দিকে মহাবীর

ধনঞ্জয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধের প্রথমেই অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ-পুত্র বৃষসেন নিহত হইলেন। কর্ণ বীর শোকে এবং ক্রোধে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কর্ণ এবং অর্জ্জুন দুইজনেই মহাবীর; বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ আর হয় নাই। উভয়ে উভয়কে পরাভব করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দারুণ যুদ্ধে উভয় বীরই একাধিকবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণের নিধন হইল।

সিংহ যেন মারি গজ, কর্ণ মারি কপিধ্বজ,
প্রতিজ্ঞা পূরেণ বাহুবলে।
উৎসব ও কোলাহলে উল্লাসিত পাণ্ডুবলে,
নানা বাদ্য বাজে কুতুহলে॥

কর্ণের পতনে, রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই অষ্টাদশ দিনেও উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্য এবং সহদেবের হস্তে দুষ্টমতি শকুনি নিহত হইলেন। কুরু সৈন্যগণের মনে মহাত্রাস ও নিরাশা সঞ্চারিত হইল।

কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
পলাইতে নারে সব যে পড়ে সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে॥
সেনাগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশ।
শোকে অভিমানে দুর্য্যোধন হতাশ্বাস॥

হইল সকল ক্ষয় জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি পদব্রজে করিলেন গতি॥

*　　*　　*

গদা হাতে দুর্য্যোধন অতি দীন বেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্য লেশ॥

এইরূপ অবস্থায় যখন দুর্য্যোধন একাকী গমন করিতেছেন এমন সময়ে পথে মন্ত্রী সঞ্জয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। সঞ্জয়ের নিকটে তিনি আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ এবং বৃদ্ধ পিতা অন্ধরাজার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে বলিলেন,

সকলি মরিল আমি জীবিত কেবল॥
বংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল।
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আর না কর ভাবনা॥
যাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার।
ইহলোকে দেখা মম না হইবে আর॥

ইহা বলিয়া দুর্য্যোধন মনোদুঃখে দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অষ্টাদশদিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এইরূপে শেষ হইল।

গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

মদ্ররাজ শল্য এবং কূটবুদ্ধি শকুনির মৃত্যুর সহিত কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধের বিরাম হইল বটে কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবের মনোমালিন্য ও বিদ্বেষের অবসান হইল না।

কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং অশ্বথামা জীবিত ছিলেন। তাঁহারা তিনজনে দুর্য্যোধনের বহু সন্ধান করিলেন কিন্তু অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে সঞ্জয়ের মুখে শুনিলেন, দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে বাস করিতেছেন। তিনবীর তথায় গমন করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তদুত্তরে বলিলেন,

আমার পড়িল সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রাম নহে জিত॥

কিন্তু অশ্বথামা কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, "যদি রণই কর্ত্তব্য হয় তবে অন্ধকার রাত্রি বিশ্রাম করিয়া কল্য যুদ্ধ করা বিধেয়।" চারিজনে এইরূপ আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে ভীমের বেতনভোগী এক ব্যাধ মৃগয়া শেষ করিয়া প্রত্যাগমন কালে উক্ত হ্রদে জলপান করিতে গমন করিল। সে দুর্য্যোধনের অনুসন্ধান পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কারণ পাণ্ডব পক্ষকে এ সংবাদ দিতে পারিলে তাঁহারা মহাসুখী হইবেন। ব্যাধ জানিত পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের তল্লাস করিতেছেন। ব্যাধ অনতিবিলম্বে গিয়া ভীমসেনকে দুর্য্যোধনের সংবাদ প্রদান করিল। এই সংবাদ শ্রবণে পাণ্ডবগণ সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বৈপায়ন হ্রদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূরে সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির সসৈন্যে আসিতেছে এখন উপায় কি?"

দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥

তিন বীর পলায়ন করিয়া গহন বনে আশ্রয় লইলেন এবং দুর্য্যোধন মায়া করিয়া জলমধ্যে রহিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি হ্রদের নিকট গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। ইতিমধ্যে বলরাম, ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের সমুদয় বিবরণ বলিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধন আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বিবাদ মিটাইবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন বলিলেন,

মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যতদুঃখ দিলাম পাণ্ডুর পুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে?
সর্ব্বদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যু শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রানন্দনে॥
রাজ্যভার মম আর কিছু নাহি মনে।
সৌহার্দ্দ করিতে দেব বল অকারণে॥

পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবকে সূচাগ্র ভূমি দিব না এখনও তাহাই পালন করিব। আমি জানি ভীম আমাকে বিনাশ করিবে এবং যুধিষ্ঠির সমুদয় রাজ্যলাভ করিবেন।

রাজত্ব আমাকে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণপণ করেছি নিশ্চয়॥

দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া হলধর নীরব হইলেন। অতঃপর ভীম ও দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ হইবে, ইহাই ধার্য্য হইল এবং দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ

করিলেন। এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য সকল দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি বিমান পথে সমবেত হইলেন।

দুই মহাবলী, গদা স্কন্দে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জ্জন করে দুইজন
যেমতি দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, যায় দ্রুতগতি
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষ যেন করয় গর্জ্জন
কম্পিত শেষাধিপতি ॥

দুইজনে এইরূপ ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদাযুদ্ধে দুইজনেই অতুলনীয়। কেহ কাহাকেও হারাইতে সমর্থ হইতেছেন না। একবার ভীম এবং অন্যবার দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ অশক্ত হইয়া পড়িলেন, পুনরায় সমান তেজে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে দুর্ভাগ্যক্রমে

এক লাফ দিয়া শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিতে ভীমকে গদা।
এই অনুমানি কুরু নৃপমণি
লাফ দিয়া উঠে যদা ॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লম্ফ দিতে।
ভীম গদাঘাতে যেন বজ্রাঘাতে
বাজে তাহার উরুতে ॥
দেখে লোক রঙ্গ দুই উরু ভঙ্গ,
ভুমে পড়ে দুর্য্যোধন।

কুরু সভায় দ্রৌপদীর অপমানের সময় দুর্য্যোধন উরু দেখাইয়াছিলেন, এজন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যুদ্ধে তাঁহার উরুভঙ্গ করিবেন। দৈব-ক্রমে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইল দেখিয়া ভীম মহা আনন্দিত হইলেন। দুর্য্যোধন দুঃখ, ক্ষোভ ও অপমানে বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে ভূতলে বসিয়া রহিলেন। ভীমসেন বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীর পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করাইয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিলেন। ইহাতে যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া দুর্য্যোধনের দুরবস্থার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ভীমের এই দুষ্কর্ম্মের জন্য তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিলেন।

হর্ষ ও বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

দুর্য্যোধন এইরূপে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ মনে আপনার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে অশ্বত্থামা আসিয়া বলিলেন, "তুমি যে সকল বীরকে সেনাপতি করিলে, তাঁহারা কে তোমার কি উপকার করিয়াছিল? আমাকে সেনাপতি করিলে এ দুর্গতি হইত না। তুমি আমাকে একদিন সেনাপতি করিয়া দেখ, আমি কিছু করিতে পারি কিনা?

জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ॥

দুর্য্যোধন, দ্রোণপুত্রের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। সমস্তদিন যুদ্ধের পরে

শ্রান্ত কলেবরে পাণ্ডব সৈন্যগণ যখন জয়োল্লাসে সুস্থচিত্ত হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল সেই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবেন, ইহাই অশ্বত্থামার সংকল্প হইল। মাতুল কৃপাচার্য্যকে এইকথা বলিলে তিনি বলিলেন "ইহা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

ভয়ার্ত্ত, শরণাগত, নিদ্রিত যেজন।
হেন জনে কভু না করিবে প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে॥

কৃপাচার্য্যের এই সদুপদেশ অশ্বত্থামা শুনিলেন না। গভীর নিশীথে পাঁণ্ডব শিবিরে যখন সকলে ঘোর নিদ্রাভিভূত ছিল সেই সময়ে তিনি গিয়া সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতিকে বধ করিয়া যে গৃহে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র একস্থানে শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে গমন করিলেন। অশ্বত্থামা মনে করিলেন, এই পঞ্চজন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা। তিনি বস্ত্র দ্বারা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া একে একে পাচজনের মস্তক ছেদন করিলেন এবং পঞ্চমুণ্ড লইয়া দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করিতে আনন্দিত মনে গমন করিলেন। ঘোর অন্ধকারে রণক্ষেত্রে আসিয়া দুর্য্যোধনকে ডাকিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন উত্তর প্রদান করিলে দ্রোণপুত্র তাঁহার নিকটে গিয়া দর্প করিয়া বলিলেন,

অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মরিলেক তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥

পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
একজন না রাখিনু পাণ্ডব সেনাতে॥

এই কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন শত্রু বিনাশ হইয়াছে ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি অশ্বত্থামাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। অশ্বত্থামা পাঁচটী মস্তক তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন ভীমজাত এবং ভীমাকৃতি কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্রের মস্তক ভীমের বলিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

দুইকরে ধরি মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তৃণবৎ মুণ্ড গোটা চূর্ণ হ'য়ে গেল॥

দুর্য্যোধন ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অশ্বত্থামার মহাভ্রম বুঝিতে পারিয়া আজি বিষাদে বলিলেন,

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য করিলা?
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা!
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে॥

এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া হর্ষ ও বিষাদে রাজা দুর্য্যোধন কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে বহু বিলাপ করিলেন। কৃপাচার্য্য বলিলেন,

মতিচ্ছন্ন হৈয়ে তুমি দুষ্কার্য্য করিলা।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সকল নাশিলা॥
গোবিন্দ, সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ!
না জানি কোথায় তারা আছে সপ্তজন॥
এ সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী খুজিয়া তোমা বধিবে পরাণে॥

তোমার দোষে আমারাও প্রাণে বিনষ্ট হইব। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাণভয়ে তিনজন, রণস্থল করিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবশিবিরে মহা হাঁহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি মৃতের ন্যায় মৃতগণের সহিত নিস্পন্দভাবে থাকিয়া সমুদয় লক্ষ্য করিয়াছিল। প্রাতঃকালে সারথি গিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমুদয় কথা জ্ঞাপন করিল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত তুল্য এই আকস্মিক দুঃসংবাদের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন

এখন কি করি জয় করিয়া ভুবন ?
সর্ব্বশূন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে ॥

দ্রৌপদী দেবী মহাশোকে আকুল হইয়া চক্ষুজলে ধরাতল ভাসাইতে লাগিলেন এবং পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধন উল্লেখ করিয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের সমুদয় দুঃখ ও যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া তাহার শোকাগ্নি আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

সেই সব দুঃখশর জ্বালে বহ্নি জ্বালা।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা ?
যবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
গতনিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ ॥
এখনো জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় প্রবেশি কৃশানু ॥

বহুক্ষণ বিলাপের পরে যাজ্ঞসেনী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া ভীমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে একমণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥
তবে শোক নিবারণ হয়তো আমার।
নহে ভ্রাতা পুত্র শোকে না বাঁচিব আর॥

তুমি আমাকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, একাধিকবার আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ—তুমি আমার জন্য কীচক সংহার করিয়াছ,—জয়দ্রথের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ—আমার জন্য দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছ—দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়াছ—এত সব দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ কিন্তু এখন

সমুদ্র তরিয়া মরি গোষ্পদের নীরে!
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি।
রক্ষাকর আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥

ভীম দ্রৌপদীর এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্তুত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ইহা উচিত বটে ; কর্ম্ম অনুসারে শাস্তিপ্রদান করা শাস্ত্র বিহিত।" ভীম এই কথা শুনিয়া রথে আরোহণ করিয়া অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণপরে এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "ভীমকে অনুমতি দিয়া কি অন্যায় কার্য্যই হইয়াছে! ভীমের সাধ্য নাই অশ্বত্থামাকে বিনাশ করে। এই বিবাদে কি মহা অনর্থ হইবে কে জানে?" তিনি অর্জ্জুনকে লইয়া শীঘ্রগতি ভীমের পশ্চাতে গমন করিলেন। অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে মহামুনি ব্যাসের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে ভীম তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাদ্যশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥

অশ্বত্থামার নিকট তখন ধনুর্ব্বাণ ছিল না। তিনি বামকরে ইসিকা লইয়া

মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাঁহার॥

এই ইঁসিকা বাণরূপে আকাশে উঠিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে তথায় পার্থ ও গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন,

———কি দেখিছ আর?
ক্ষণেক থাকিলে সর্ব্ব করিবে সংহার!
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ উপদেশে।
সত্বর সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥

কৃষ্ণের আদেশে ধনঞ্জয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া নির্ভয়ে অস্ত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং

যোড় হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুকে টঙ্কার দেন লোক চমৎকার॥
এড়িলেন বাণ এক উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে॥

দুইজনের অস্ত্রে আকাশমণ্ডলে দুর্জ্জয় যুদ্ধ হইতে লাগিল। বাণ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত ও অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৃষ্টি বিনাশ আশঙ্কা করিয়া দেবতাগণ এবং অন্যান্য সকলে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহামুনি ব্যাস এবং নারদ দুইজনে আসিয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন,

উভয়ে বিবাদে কেন কর সৃষ্টিনাশ?
কিবা মনে করিয়াছ কহ এই ভাষ।
সৃষ্টিনাশ কর কেন? কর সম্বরণ।

অর্জ্জুন আপনার অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। অশ্বত্থামা বলিলেন, ইহা নিবারণ করিতে আমি অসমর্থ;

তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহ উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে॥

ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "দ্রোণপুত্রের শির না কাটিলে আমি ক্ষমা করিব না।" তখন

ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে চাহ তুমি ক্ষমা॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে।
বাঁচাইব আমি তারে চক্ষুর নিমিষে॥

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। অশ্বত্থামা স্বীয় শিরোমণি কাটিয়া দিয়া পার্থকে তুষ্ট করিলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভনাশ করিল বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা পুনর্জীবিত করিলেন। দ্রৌপদী এই মণি লাভ করিয়া স্বীয় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে মহারাজা যুধিষ্ঠির তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের হস্তিনায় গমন।

যখন সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেন তখন তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছা

হইতে লাগিল এবং চেতনা লাভ করিয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া রাণী গান্ধারী এবং শত শত বিধবা রাজপুত্রবধুগণ আর্ত্তনাদে গগন পুর্ণ করিলেন। ক্রন্দনের মহারোলে হস্তিনার রাজপুরী দুঃখে ও শোকের মহাশশ্মান ক্ষেত্রে পরিণত হইল। সঞ্জয় এবং বিদূর রাজাকে নানারূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছসিত মহাশোকাবেগের তরঙ্গে সে উপদেশ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিদূর বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনাকে কপট পাশা খেলার অনুমতি দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা শুনিলেন না। তাঁহার কুফল এখন কে নিবারণ করিবে ?

ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সমরে মরি
সবে গেল ঈশ্বর ভবনে।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ?
জীর্ণবস্ত্র পরিহরে যেন নব বস্ত্র পরে
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শে হইয়া নিবর্ত্ত॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে॥

বিদূরের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজা নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহামুনি ব্যাসদেব আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর ভার হরণের জন্যে কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম এবং দুর্য্যোধনাদির মৃত্যু যে বিধি নিয়োজিত কার্য্য, একথা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন।

রাজার মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি মৃত রাজন্য এবং সারথিবর্গের সংকারাদি করিবার অভিপ্রায়ে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। রাজান্তঃপুর-চারিণী পতি পুত্র হীনা শোকাকুলা মহিলাগণ সকলেই তাঁহার সঙ্গে কুরু-ক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় একবস্ত্রা হইয়া রাজকুলবধুগণ মৃত স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী কুরুকুলবধুগণ সহ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতাগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে গমন করিলেন। দুইদিকের শোকের তরঙ্গে কুরুক্ষেত্রে এক মহাশোকপ্লাবন উপস্থিত হইল। এই প্রলয়কারী যুদ্ধে শোক না পাইয়াছে এমন কেহ ছিল না। কুরুপক্ষে যেমন গান্ধারী প্রভৃতি রমণীগণ পাণ্ডবপক্ষেও কুন্তী ও দ্রৌপদী উত্তরা প্রভৃতি শোকে মুহ্যমান হইয়া হাহাকার ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল ॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃপুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে ॥

এই মহাশোকে কেবল যে নারীগণ আকুল হইলেন তাহা নহে। ধর্ম্ম-প্রাণ যুধিষ্ঠির শোক ও দুঃখের এই মর্ম্মভেদী ভীষণ চিত্র দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির পুত্রশোক জনিত বিলাপ ও হাহাকার শ্রবণে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রাজ্য ও ধন লাভ অতি অধর্ম্ম ও অনর্থকর মনে করিতে লাগিলেন। বিষয় স্পৃহা তাঁহার নিকট বিষময় বলিয়া বোধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইল না। কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

কি আর প্রবোধ দাও ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুত্রবিবর্জিতা।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার।
আর কিছু না বলিহ দৈবকী কুমার॥

শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নানা কাহিনী এবং ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। মহর্ষি নারদ নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। মহামুনি ব্যাস বলিলেন,

অনিত্য শরীর মাত্র শুনহ রাজন।
নানাবিধ ব্যাধি হয় নিধন কারণ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে।
খণ্ডন না যায় তেই জনমিলে মরে॥
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয় আপনি।
চিরজীবি নহে কেহ শুন নৃপমণি॥

মৃত্যুর নিকট কালাকাল নাই, ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই। কর্ম্মক্ষয় হইলেই লোকের শরীরের নাশ হয়। মহাধার্ম্মিক, মহাবলবান, মহাসৌভাগ্যশালী ও তাহা খণ্ডন করিতে পারে না।

অতএব শোক তুমি কেন কর বৃথা?
মনে বিচারিয়া দেখ কোথা তব পিতা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিল যে দ্বিজেরে।
যযাতি নৃপতি কোথা শিবি নরবরে?

হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা বল আজ কোথা?
দুইখান কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হ'য়ে কে কোথায় রয়?
সেই মত জানিবে বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোক তাহা না করে সম্ভ্রম॥
পিতামাতা দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার॥
কত জন্ম মরণ নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র কভু পিতা হয়, পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর লীলা কার্য্যমাত্র সূত্র॥
পথিক সঙ্গেতে যথা পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে॥
কালে আসে, কালে যায়, কেহ নাহি দেখে।
কোথা হতে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে॥

বিভিন্নতাই নিয়ম, সংযোগ অতিক্রম মাত্র। সূর্য্যের অতিক্রমণে দিন ক্ষয় হয়। সংসারের কর্ম্ম মোহে জীবগণের চৈতন্যলোপ হইয়া থাকে। প্রতিদিন জন্ম, জরা, মরণ ও ক্ষয় দেখিয়াও লোকের জ্ঞান হয় না। জন্ম মাত্রেই লোক মৃত্যুর অধিকারগত হয়। যে তপস্বী নিরবধি ধ্যানে মগ্ন থাকেন তিনিও মৃত্যুর অধীন। কত যত্ন করিয়া আপনার শরীর রাখিতে লোকে পারে না; তবে পরের জন্য বৃথা শোক কেন? দুর্য্যোধনাদি যে সকল বীরগণ সম্মুখ সমরে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বৃথা শোক না করিয়া মৃত দেহাদির সৎকার কর। হস্তিনার প্রজাগণ তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত; তথায় গমন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন

করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সম্পাদন কর। মহাবীর ভীষ্ম শর শয্যায় আছেন তাঁহার নিকট গমন করিয়া যোগতত্ব শ্রবণ কর, তাহাহইলে তোমার সমুদয় সন্দেহ ও মোহ দূর হইবে।”

ব্যাসদেবের হিতবচন শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনা গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমন সংবাদ পাইয়া পাত্রমিত্র ও নাগরিকগণ মহা উৎসাহ ও আনন্দে পথ ও পুরী সুসজ্জিত করিল।

চান্দোয়া চামর আদি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে॥
বান্ধিল তোরণ সব উচ্চ উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
রাজমার্গ সংস্কার কবিল সুরচনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ।

মহারাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনায় আগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবাদির শোকে তিনি সর্ব্বদাই বিমনা ও বিমর্ষ থাকিতেন। মুনি ঋষিগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্য প্রদান করিতেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের সুস্থতা সম্পাদিত হইত না। অবশেষে ব্যাসদেবের আদেশে তিনি মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন

করিলেন। ভীষ্ম তখনও শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার ভ্রাতাগণও গান্ধারী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরস্থিতা মহিলাবৃন্দ, বহু পুরবাসী ও নগরবাসীগণ ভীষ্ম দর্শনে যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। যুধিষ্ঠির, আসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে ভীষ্মকে বলিতে লাগিলেন,

আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্য হেতু প্রহার যে করেছি তোমারে॥
পাপী আমি কেবল অধম দুরাচার।
জ্ঞাতি বধ করিয়া পাতক কৈনু সার॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়া।
করিলাম বেদ শাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া।

* * * *

রাজ্য পদে কার্য্য মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগ বলে আত্মা আমি করিব নিধন॥

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব তখন তাঁহার চিত্ত শান্তির জন্য যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা মহাভারতের অতুলনীয় রত্নরাজি। মৃত্যুর উদ্ভব, ধর্ম্মফল, দানের শ্রেষ্ঠত্ব, পাপের শাস্তি নরক ভোগ, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য শরীরের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে নানা উপাখ্যান এবং ইতিহাস বলিলেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই :—

সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি?
কর্ম্ম বন্ধে ভোগ যত কর্ম্মে করে গতি॥
কর্ম্ম বন্ধে গতায়ত করে সংসারেতে।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হৈতে॥
পাপেতে পাপীর পাপ বুদ্ধি হয় নিতি।
যথা পাপ অর্জ্জে তথা ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥

*   *   *   *

অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহার ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য পায় লোক।
মহাজনগণ তাহে নাহি করে শোক॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহর রাজা মন কর স্থির॥

যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া মহাবীর ভীষ্ম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন এবং ধ্যানমগ্ন হইয়া যোগাসনে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্মের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মহামুনি ব্যাস যুধিষ্ঠিরের শিক্ষার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এমন স্থানে মহাবীর ভীষ্মের অগ্নিসংস্কার কর যেখানে পূর্ব্বে অন্য কাহারও শবদেহ দাহ হয় নাই।" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে

আদেশ করিলেন, "ধনঞ্জয় রথে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিয়া স্থান নির্দ্দেশ কর।" অর্জ্জুন আজ্ঞা মাত্র রথে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন খুজিয়া দেখিলেন, এমন স্থান কোথায়ও নাই। তখন যুধিষ্ঠিরের ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া রাজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে সুস্থ দেখিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদিও প্রজাগণকে ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজ্য সুখ তাঁহার প্রাণের বেদনা ঘুচাইতে পারিল না। তিনি সর্ব্বদাই বিরস ও বিষণ্ণ হইয়া থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার এই ভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। জ্ঞাতি বধ, ব্রাহ্মণ বধ, মিথ্যা কথা প্রভৃতি পাপ ভয়ে তিনি নিরন্তর ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একদিন মহামুনি ব্যাসদেবকে যুধিষ্ঠির বলিলেন,

... ... শুন মহাশয়।
পুণ্য কর্ম্ম ব্যতিরেকে নহে পাপক্ষয়॥
জ্ঞাতি বধে পাপ ভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর॥

ইহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, "অশ্বমেধ যজ্ঞ কর; অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল পাপের বিনাশ হয়। পরশুরাম, জননী বধ পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অশ্বমেধ করিয়াছিলেন;

আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর॥
তুমিহ করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু।
জ্ঞাতি বধ মহাপাপ এড়িবার হেতু॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এত অর্থ ও সামর্থ্য আমি কোথায় পাইব? যুদ্ধ করিয়া ধন ও জন উভয়ই ক্ষয় হইয়াছে। এখন আমি নির্ধন এবং জন

হীন।" ব্যাস বলিলেন, "সে জন্য তুমি চিন্তিত হইওনা, অর্থের উপায় আমি করিয়া দিব। ভীম, তোমার অশ্ব লইয়া পৃথিবী জয় করিয়া আসিবে। মরুত্ত রাজার যজ্ঞের অপরিমেয় ধনরাশি হিমালয়ের উত্তর পাশে নিহিত আছে; অর্জ্জুন সেই ধন আনয়ন করুক; যুবনাশ্ব রাজা যজ্ঞ করিবার জন্য একটী অশ্ব পালিতেছেন, তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত অশ্ব আনয়ন করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন কর।"

মহাবীর ভীম, কর্ণপুত্র বৃষসেন, ঘটোৎকচের নন্দন মেঘবর্ণ এই তিন জন একত্রিত হইয়া অশ্ব আনয়নার্থে যুবনাশ্ব রাজার দেশে গমন করিলেন। অশ্ব যখন জল পান করিতে বাহির হইল, তখন মেঘবর্ণ, রাক্ষসী মায়া করিয়া তাহা অপহরণ করিলেন। শত কোটী সৈন্য তাহায় রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেও কেহ অশ্ব হরণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। মেঘবর্ণ অশ্ব লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। অশ্ব হরণ উপলক্ষে যুবনাশ্ব রাজার সৈন্যের সহিত ভীম ও বৃষসেনের যে যুদ্ধ হইল তাহাতে যুবনাশ্ব পরাজিত হইয়া ভীমের শরণাপন্ন হইলেন এবং সপরিবারে তাঁহার সহিত হস্তিনায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলেন। রাজা যুবনাশ্ব, সেই সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব স্বহস্তে যুধিষ্ঠিরকে উপহার প্রদান করিলেন। অতঃপর ব্যাসের অনুমতি ক্রমে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কিরূপে যজ্ঞ করিতে হইবে, তাহার ও তিনি বিধান করিয়া দিলেন।

যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্নজল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিবা।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবা॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুণে।
করিবা দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥

পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিনে দিবে।

এই বিধানক্রমে যজ্ঞের কার্য্য আরম্ভ হইল। দিগ্বিজয় করিবার জন্য অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অর্জ্জুন, স্বয়ং এই অশ্ব রক্ষার ভার লইলেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য সেনাপতিগণও চলিলেন। এই উপলক্ষে পাণ্ডবদিগের সহিত অনেক রাজার যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে হংসধ্বজ এবং বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

কথিত আছে, হংসধ্বজ রাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, পাণ্ডবদিগের অশ্ব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন তিনি এই অশ্ব ধরিতে আদেশ করিলেন এবং সমস্ত সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে বলিলেন। তাঁহার এরূপ যুদ্ধ করার অভিপ্রায় এইযে, অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণকে সারথি রূপে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া না থাকিবে তাহাকে তপ্তৈতেলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া বধ করা হইবে। কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ রাজার প্রিয়পুত্র সুধন্বার যুদ্ধার্থে যাইতে বিলম্ব হইল। রাজার আদেশে তাহাকে তপ্তৈতেলে নিক্ষেপ করা হইল। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে সুধন্বা পরম কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। তিনি তপ্তৈতেলে পতিত হইবার সময়ে মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে পতিত হইয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। অতঃপর সুধন্বা, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে নিহত হয়েন। সুধন্বার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা সুরথ যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং পরাজিত হয়েন। অতঃপর হংসধ্বজ রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলেন।

এইরূপ বর্ণিত আছে, মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের পুত্র ছিলেন। গন্ধর্ব্বকুমারী চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। অর্জ্জুন যখন তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন তখন তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞের অশ্ব যখন মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল তখন বভ্রুবাহন সেই অশ্ব ধরিলেন এবং জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিব?" জননী বলিলেন,

অশ্ব লয়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে॥
নানারত্ন রাখি অগ্রে করিবেক নতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী॥

বভ্রুবাহন বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের এ ধর্ম্ম নহে। ইহাতে কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু জননীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাই করিলেন। তিনি যখন অর্জ্জুনের নিকটে অশ্ব লইয়া গেলেন তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঘৃণাভরে তাঁহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

অগ্রে গর্ব্ব করিয়া ধরিল মম হয়।
ভয় পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয়॥
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া নাহি করিত অর্পণ॥

পিতার নিকট এইরূপে অপমানিত হইয়া মণিপুরাধিপতির ক্ষত্রিয় তেজ উদ্দীপ্ত হইল। ত্রেতাযুগে লব ও কুশের যুদ্ধে রামচন্দ্র যেরূপ পরাজিত হইয়াছিলেন, বভ্রুবাহনের যুদ্ধেও অর্জ্জুনের সেই দশা হইল। কর্ণপুত্র বৃষকেতু এবং অর্জ্জুন দুইজনেই বভ্রুবাহনের যুদ্ধে নিহত হইলেন। অর্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া চিত্রাঙ্গদা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। মাতার ভর্ৎসনায় বভ্রুবাহন অনুতপ্ত হইয়া পিতার পুনর্জীবন লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নাগকন্যা উলুপী বলিলেন, পাতাল প্রদেশে নাগরাজের নিকট 'অমৃত' মণি আছে তাহা আনিতে পারিলে অর্জ্জুন সঞ্জীবিত হইবেন। বভ্রুবাহন যুদ্ধে নাগগণকে পরাস্ত করিয়া সেই মণি আনয়ন

করিলেন এবং অর্জ্জুন, বৃষকেতু ও মৃত পাণ্ডবসৈন্য সমুদয় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন, বভ্রুবাহনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিলেন।

এই দুই যুদ্ধ ব্যতীত, পাণ্ডববাহিনীর সহিত অন্যান্য রাজাগণেরও যুদ্ধ হইয়াছিল। সরস্বতীপুরে, মণিভদ্রপুরে, কৌণ্ডিন্যপুরে, ময়ূরধ্বজ রাজার দেশ, প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডবদিগের যজ্ঞাশ্ব গিয়াছিল এবং তথাকার রাজাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সকল যুদ্ধ জয় করিয়া পাণ্ডবসৈন্য হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ করিল এবং মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

নানা তীর্থ জলে ঘোড়া স্নান করাইল।
শাস্ত্র মত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল ॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আর বিশেষ বাজনা ॥
মুনি সব ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেন ধর্ম্ম-নরবর ॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর ॥
হাতে খড়্গ নিয়া ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে ॥
অশ্ব মুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভা মধ্যে হইল হরিষে ॥
অশ্ববর স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞে ব্যাস ধৌম্য ঋষি বেদ উচ্চারিয়া।

ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋতে কুবের আদি যত দিকৃপতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দান করে ঋষিবর॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা করিল।
রতন কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল॥

অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ এইরূপে সুসম্পন্ন হইলে মুনি ঋষিগণ প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

হয়েছে, হইবে নাহি সংসার ভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তব মহিমা বিস্তর॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নৃপবর।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণেব গোচর॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে॥

মুনি ঋষিগণ ইত্যাকার প্রশংসা করিয়া এবং পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত নৃপতি বৃন্দ ও অন্যান্য সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

যদুবংশ বিনাশ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠিরের মনে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হইল। তিনি ভ্রাতাগণ সহ, ন্যায় ও ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের মনে মহা বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বন গমনে কৃত সংকল্প হইলেন। তাঁহার সহিত গান্ধারী,

কুন্তী, বিদুর এবং সঞ্জয় এই চারিজনে অরণ্যে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতাগণ বহু অনুনয় বিনয়, দুঃখ ও বিলাপ করিয়াও কাহাকেও এই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। বন গমনের পূর্ব্বে অন্ধরাজা বহু অর্থ রত্নাদি দান করিলেন। যুধিষ্ঠির, রাজকোষ হইতে এই সকল অর্থ যোগাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বনে গমন করিলে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। কেবল যুধিষ্ঠির নহেন, তাঁহার ভ্রাতা চতুষ্টয় এবং রাজমহিষী দ্রৌপদীদেবী সকলেই বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির চরণ দর্শনার্থে বনে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন বিদুর, যোগবলে এবং প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা বিদুরের মৃত্যুতে বহু শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্যাসদেব তথায় আসিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন। কথিত আছে এই সময়ে ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত বীরগণকে স্বশরীরে আনয়ন করিয়া গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণের শোক নিবারণ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে যজ্ঞাগ্নিতে যোগাসনস্থিত ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী এবং কুন্তীর দেহ ভস্মীভূত হইল। এই সংবাদ শ্রবণে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং যথাশাস্ত্র প্রেতকার্য্যাদি সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে কুরু ও পাণ্ডব বংশ নিঃশেষ প্রায় হইল। দ্বারাবতী নগরে বলরাম ও কৃষ্ণ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন, যদু বংশ শীঘ্রই ধ্বংস হইবে। শ্রীকৃষ্ণ এক দিন প্রস্তাব করিলেন "চল, সকলে প্রভাস তীর্থে গিয়া স্নান দানাদি করি।" তাঁহার এই প্রস্তাবে সকলেই সায় দিল। তখন যদুকুলের পুরুষ, রমণী

বালক বালিকা সকলেই সানন্দ চিত্তে প্রভাস তীর্থে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা জানিত না, যে এই তীর্থ যাত্রাই মহা অনর্থের মূল হইবে। প্রভাস তীর্থে গিয়া যখন সকলে স্নান তর্পনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকির ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনেক কুবাক্য বলিল। ইহাতে যদুবংশীয়েরা অধিকাংশই সাত্যকির প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং দুই এক জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এই বাদানুবাদ ক্রমে ঘোর আত্ম কলহে পরিণত হইল। যাদবগণ পরস্পরে তুমূল যুদ্ধ করিয়া সকলেই নিহত হইলেন। কেবল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুইজন মাত্র জীবিত রহিলেন। কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই মথুরায় প্রেরণ করিলেন। বলরাম, যোগবলে নিজদেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, হস্তিনায় দারুককে প্রেরণ করিয়া এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জনের চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ দর্শনে তাহা মৃগ মনে করিয়া এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপে তাঁহার চরণ বিদ্ধ করিল।

বাণ মারি ব্যাধ সুত, বৃক্ষতলে আসি দ্রুত
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার নানা রত্ন অলঙ্কার
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন দেহে, মণি বিভূষিত তাহে,
নব মেঘে যেমন চপলা।



বাণ মারি ব্যাধচেত, বৃক্ষতলে আসি দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হইল ভীত।

(পৃঃ —১২৪)

অম্লান তুলসী মালা আকর্ণ লোচন ভালা,
অলকা তিলকা তাঁহে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখ চন্দ্র সুপ্রকাশ,
যথা শোভা শত দ্বিজ রাজে॥

ব্যাধ এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, দুঃখ ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনেক স্তব করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার কোন দোষ নাই বা পাপ হয় নাই। আমি পূর্ব্ব জন্মে তোমার পিতা বালি রাজাকে বধ করিয়াছিলাম তুমি তাহার প্রতিশোধ দিয়াছ।" এই বলিয়া ব্যাধকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যাত্রা করিলেন এবং প্রভাসের তীরে আসিয়া বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণের মৃতদেহ দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কান্দিয়া পৃথিবী ভাসাইলেন। কিন্তু তাঁহার ক্রন্দন কে শুনিবে? বহু বিলাপ করিয়া নিজেই ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং নিরাশ্রয়া যাদবরমণীগণকে লইয়া হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে পথে দৈত্যগণ, অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়া এই যদুকুল রমণীগণকে হরণ করিয়াছিল এবং দৈত্যস্পর্শে রমণীগণ পাষাণরূপ ধারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ক্ষুণ্নমনে একাকী হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন তাঁহার নিজের সমুদয় প্রভাব ও পরাক্রম কিছুই নহে—

বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেব চক্রপাণি।

মহাপ্রস্থান।

জীবন্মৃত অবস্থায় মহাবীর, অর্জ্জুন হস্তিনাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং যহুবংশ ধ্বংশের সমুদয় বিবরণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
পড়িলেন ধরণী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥

শ্রীকৃষ্ণের তনু ত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ পাণ্ডবেরা মহা শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যুধিষ্ঠির, ভ্রাতাগণকে বলিলেন, আর কি ভাবনা করিতেছ? ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভাণ্ডারের সমুদয় অর্থ আনিয়া দান কর, অর্থের আর প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন॥

যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী ত্যাগে স্থির সংকল্প হইলেন তখন ভ্রাতা চতুষ্টয় তাঁহার নিকট করপুটে বলিলেন,

পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবার সে গতি॥
আজন্ম তোমার পায়ে নহি বিচলিত।
আমা সবা ত্যজিবারে নহেত উচিত॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভ্রাতাগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী আসিয়া বলিলেন,

তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময়॥

যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে যদুবংশের একমাত্র শেষ বংশধর বজ্রকে মথুরা হইতে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং হস্তিনাতে পরীক্ষিতকে রাজ্য ভার প্রদান করিলেন।

শুভকর্ম্ম করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পঞ্চাল নন্দিনী সহ হইলা বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদ নন্দিনী।
হৃদয়ে ডাকিয়া সেই দেব চক্রপাণি॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিক পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন।
কোথা যাহ পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন?

মহারাজা যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে নানারূপে প্রবোধ দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া পঞ্চভ্রাতাও দ্রৌপদী পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করিলেন। নানা বন ও পর্ব্বত পার হইয়া পাণ্ডবেরা মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মেঘনাদ নামক দৈত্য এই পর্ব্বতের অধিপতি এবং তাহার তিনলক্ষ কিরাত সৈন্য ছিল। মেঘনাদ যখন শুনিল যে পাঁচজন নর এবং একজন নারী তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছে এবং সেই রমণী পরমা সুন্দরী, তখন তিনি তাঁহাদের পথ রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। পাণ্ডবেরা প্রথমে কিছুই বলিলেন না কিন্তু যখন দৈত্যগণ দ্রৌপদীকে ধরিয়া লইয়া গেল তখন ভীমসেন নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহা দ্বারাই গদাযুদ্ধ করিলেন এবং মেঘনাদের সমুদয় সৈন্য পরাজিত হইল। মেঘনাদ পর্ব্বত হইতে পাণ্ডবগণ উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া মেঘবর্ণ

পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই পর্ব্বতে ভীষণা রাক্ষসী তাঁহাদের পথ অবরোধ করিলে ভীম তাহাকে সংহার করিলেন। তথা হইতে ক্রমে উত্তর মুখে গমন করিয়া পাণ্ডবেরা ভদ্রকালী পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সেখানকার রাণী লীলাবতী বহু রমণীগণ সহিত পাণ্ডবগণকে তথায় রাজ্য করিতে অনুরোধ করিলেন; তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বর্গ পথে অগ্রসর হইলেন। হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু হইল। পথে নানা পর্ব্বত, দেবমন্দির, মুনিঋষিগণের আশ্রমাদি দর্শন করিতে করিতে পাণ্ডবগণ গমন করিলেন। পথে বদরিকাশ্রমে সহদেব, চন্দ্রকালি পর্ব্বতে নকুল, নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুন এবং সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের মৃত্যু হইল। মহারাজা যুধিষ্ঠির ইঁহাদের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া একাকী স্বর্গ পথে গমন করিতে লাগিলেন। বিলাপ করিতে করিতে ক্ষুণ্ণ মনে ও অবসন্ন প্রাণে স্বর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক, অনতিবিলম্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে গিয়া সংবাদ প্রদান করিল। ইন্দ্র, যুধিষ্ঠিরের অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান তুমি আইলা কোন জন?

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে এবং অতি দীনতার সহিত আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,

রাজ্য লোভে বান্ধবাদি বধিলাম রণে।
লোভে পাপ, পাপে তাপ হৈল মম মনে॥
জ্যেষ্ঠ তাত সহ মাতা গেলেন তপোবনে।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে॥
মোদের বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দিল করিবারে স্বর্গে আরোহণ॥

কলির আবির্ভাব হবে দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্ম শাপ ছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে॥
তবে মোরা পঞ্চ ভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার॥
পঞ্চ ভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গ পথে।
হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ব্বতে॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন॥

"স্বর্গ আর কত দূরে আছে? মুরারীকে দর্শন করা কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? না, এই চেষ্টায় দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে?" ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র বলিলেন, "আর চিন্তা নাই, সত্বরই ঈশ্বর দর্শন হইবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে সেখানে ধর্ম্ম, কুকুর রূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

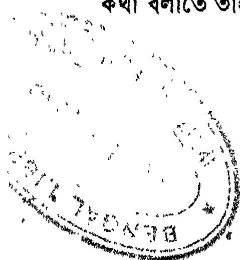
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে ঘন যায়।
দণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণ মারিল তার গায়॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুকুরের দেহে।
পরিত্রাহি ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহাপুণ্যবান।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণে বধে কর পরিত্রাণ॥

কুকুরের কাতর ক্রন্দন শুনিয়া করুণহৃদয় যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বিনয় করিয়া কুকুরকে মারিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার হাতে এই পুণ্যহীন

কুকুরের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। "পুণ্য ব্যতীত কেহ স্বর্গে বাস করিতে পারে না।"

ভূপতি বলেন রক্ষ কুকুরের প্রাণ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য আমি দিব দান॥

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বিনয় এবং উদারতা দেখিয়া প্রসন্নমনে ইন্দ্র এবং ধর্ম্ম, আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং অমরাবতীতে লইয়া গিয়া মহা সমাদরে ভোজনাদি করাইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক, কৈলাসপুরী প্রভৃতি সমুদয় দেবাবাস দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে দর্শন করিলেন। ভীমাদি চারি সহোদর এবং দ্রৌপদী পূর্ব্বেই স্বর্গে আসিয়াছেন। সকলের সহিত দেখা হইলে যুধিষ্ঠিরের সমুদয় মনস্তাপ দূর হইল। পৃথিবীতে থাকিতে যে বৈরভাব ও হিংসা প্রভৃতি ছিল তাহা আর মনে স্থান পাইল না। আনন্দধাম স্বর্গে আসিয়া চির আনন্দ ও চির শান্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কিন্তু কথিত আছে দ্রোণ বধের সময়ে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" এই মিথ্যা কথা বলাতে তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল।



সম্পূর্ণ।

মহেশ প্রেস হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৬ নং শ্যা..চরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।